সমবায় সমিতির success story (সাফল্য):

বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লি: এর সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ

রেজি: নং ২১৯/৯৬, নুরেরচালা, ভাটারা, ঢাকা-১২১২।

ভূমিকা: ১৯৮৯ ইং সনে এপ্রিল মাসে ওয়ার্ল্ড ভিশন অব বাংলাদেশ একটি আর্ন্তজাতিক সংস্থা, অত্র অঞ্চলে তাদের কার্যক্রম শুরু করে । তাদের প্রধান কার্যক্রমগুলো ছিল নিম্নরুপ:

১। দারিদ্রতা দূরীকরন।

২। শিক্ষার মান উন্নয়ন।

৩। প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা ।

৪। মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান।

৫। নিরক্ষরতা দূরীকরন ও বয়স্ক শিক্ষা।

৬। জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন ।

৭। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা এবং

৮। নারীদের মধ্যে ক্ষমতায়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি।

১৯৯০ সালের অক্টোবর মাস থেকে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন কার্যক্রমের পাশাপাশি বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হয় এবং এক এলাকায় সর্বোচ্চ ২০ জন মহিলাকে নিয়ে এক একটি দল সংগঠিত হয় । মোট দলের সংখ্যা ছিল ২০টি ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৪০০ জন। বয়স্ক শিক্ষার সাথে সমবায় সমিতির ধারনা ও আমাদের দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা উল্লেখ করা হত এবং শুনতে শুনতে যখন সকলে সচেতন ও নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য উৎসাহী হলেন পরবর্তী মাস থেকে সমবায় সমিতির জন্য চাঁদা দেয়া শুরু করলেন। পরে মোট পাঁচটি দলে ১০০ জন মহিলাকে বা শিক্ষার্থীদের নিয়ে সমবায় সমিতির যাত্রা শুরু হয়। প্রথমে একজনের মাসিক চাঁদা ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা করে মোট ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা মূলধন দিয়ে যাত্রা শুরু হয়। দলগুলোর এলাকা ছিল গুলশান থানার মধ্যে নুরেরচালা, খিলবাড়ীরটেক, বাড্ডা, জগন্নাথপুর ও ফাসেরটেক। সমিতিকে প্রাথমিকভাবে গঠন করার জন্য যারা সর্বদা উৎসাহ ও অনুপ্রেরনা যুগিয়েছেন এবং অবদান রেখেছেন, তাদেরকে আজ আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরন করি এবং তাদের মধ্যে যিনি ছিলেন মি: নিত্য অধিকারী (বর্তমান ম্যানেজার) ও প্রাক্তন সভানেত্রী মিসেস গোলাপ বানু। ১৯৯৪ সনের জানুয়ারী মাসে সব কয়টি দলকে একত্রিত করা হয় এবং সমিতির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে সর্বমোট ৫২৮ জনে দাঁড়ায় । তখনকার সময় ওয়ার্ল্ড ভিশনের নিয়ম ছিল এক একটি দলে ২০ জনের বেশী মহিলা থাকতে পারবে না । তারজন্য সঞ্চয়ী দল গুলোতে বেশী সদস্য সংখ্যা নেওয়া হয় নাই । যখন জানা গেল বারিধারা পরিবার উন্নয়ন প্রকল্প ফেইস আউট হয়ে যাবে তখন অল্প অল্প করে সঞ্চয়ী দলে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় ও ওয়ার্ল্ড ভিশণ অব বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠানটি থাকবে না বলে উক্ত সমবায় সমিতি কিভাবে পরিচালিত হবে তারজন্য পরবর্তীতে ঢাকা জেলা সমবায় অফিস থেকে ১৯৯৬ সনের ১৪ নভেম্বর সমিতি বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লি: নামে নিবন্ধন করা হয় । সমিতির নিবন্ধন নং-২১৯/৯৬। ঐ মুহূর্তে সমিতির সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র ২,৩৭৬ জন । উল্লেখ্য বিষয় যে, ১৯৯৭ সনের ৩০শে সেপ্টেম্বর ওয়ার্ল্ড ভিশন অব বাংলাদেশ তাদের সমস্ত কার্যক্রম বন্ধ করে তখন কার ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট সমিতির সকল দায় দায়িত্ব হস্তান্তর করে যায় । সেই মুহূর্তে সর্বমোট মূলধন ছিল ৭৫,০০,০০০/- (পঁচাত্তর লক্ষ) টাকা মাত্র । ওয়ার্ল্ড ভিশন অব বাংলাদেশ যাবার মুহূর্তে কিছু অর্থ দিয়ে সমিতিকে সহায়তা করেছে ও অফিস কার্যক্রম সুন্দর ও সুষ্ঠভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে কিছু আসবাবপত্র ও মহিলাদের নিয়ে সেলাই কাজ করার জন্য ৬টি মেশিন দিয়ে যায় । ১লা নভেম্বর ১৯৯৭ থেকে সমিতিতে নতুন করে ও সমিতির নিজস্ব নিয়ম নীতি নিয়ে সঞ্চয়ী প্রকল্প চালু করা হয়। ১৯৯৮ সনে সমবায় সমিতির নিজস্ব জমি ক্রয় ও আধাপাকা ভবন নির্মান করে নতুন রুপে সমিতির কার্যক্রম আরম্ভ করা হয় ও

বিভিন্ন সময়ে অন্যান্য প্রকল্প চালু করে সদস্যদের আরো অধিক সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করে আসছে। সমিতি অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা উৎস থেকে ঋন বা আর্থিক সহায়তা গ্রহন করে নাই। এই সমিতি সদস্যদের শেয়ার, সঞ্চয় আমানত ও অন্যান্য আমানত সংগ্রহ করে ৩০শে জুন ২০২০ পর্যন্ত ৪৭১ কোটি টাকা নিজস্ব তহবিল ও পুঁজি গঠন করতে সক্ষম হয়েছে। সদস্যদের প্রয়োজনে বিপুল পরিমান অর্থ ঋন প্রদান সহ অন্যান্য কল্যানমূখী ও সেবামুলক কাজ পরিচালনায় স্থির রয়েছে। বর্তমান সমিতি মূল সদস্য সংখ্যা ৬০ (ষাট) হাজার এর উপরে রয়েছে।

সমিতির প্রধান কার্যালয়:

বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লি: এর দাগ নং ১১৬০, নুরেরচালা, ভাটারা ঢাকা -১২১২ তে নিজস্ব ৪ কাঠা জায়গা রয়েছে, পরবর্তীতে পাশাপাশি নতুন করে ৩.৫ কাঠা জমি সমিতির জন্য ক্রয় করা হয়েছে। এখন সর্বমোট ৭.৫ কাঠা সমিতির নিজস্ব জমি রয়েছে তারমধ্যে পূর্বে ক্রয়কৃত ৪ কাঠার জমির উপরে সমিতির ৬ তলাবিশিষ্ট বিল্ডিং রয়েছে এবং সম্পূর্ণ বিল্ডিং অফিস কাজকর্ম চলছে। সমিতির নিজস্ব মূলধন দিয়ে বিল্ডিংটি নির্মান করা হয়েছে। আমরা আশাবাদী খুব শীর্ঘ বাকী জমিতে নতুন বিল্ডিং তৈরী করা হবে ও ইতিমধ্যে রাউজক থেকে ৬.৫ (সাড়ে ছয়) তলা বিল্ডিং এর অনুমোদন পাওয়া গেছে।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দ্যেশ্য:

সমিতির সদস্যদের মধ্যে মিতব্যয়ী, সঞ্চয়ী মনোভাব বৃদ্ধি, পরস্পরের প্রতি সু-সর্ম্পক সৃষ্টি, পারিবারিক সহযোগিতা ও বিশ্বাস স্থাপন, নিজেকে আত্ন - নির্ভরশীল করে গড়ে তোলা, সদস্যের মৃর্ত্যুর পরেও তার পরিবারকে আর্থিকভাবে সহায়তা করা, বাল্য বিবাহ বন্ধ, যৌতুক প্রথা বন্ধ, ঋন নিরাপত্তা স্কীমের মাধ্যমে সদস্যদের মৃর্ত্যুর পরে ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা মওকুফ করা, শেয়ার নিরাপত্তা স্কীমের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদান, সদস্যদের জন্য ফ্লাট তৈরী করে কিস্তিতে পরিশোধের সুয়োগ প্রদান, বৃদ্ধাশ্রম তৈরী করে বিধবা সদস্যদের মধ্যে সেবা প্রদান, সদস্যদের সন্তান-সন্ততিগনের উচ্চ শিক্ষার বিষয়ে উৎসাহ দেয়া, আবাসিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহন, উৎপাদনমূলক ও ভবিষ্যতে কর্ম সংস্থান সৃষ্টি/ লাভজনক উদ্দেশ্যে সদস্যদের মধ্যে ঋন বিতরনের জন্য তহবিল সৃষ্টি করা এবং সার্বজনীনভাবে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করাই এই সমিতির মূল লক্ষ্য ও উদ্দ্যেশ্য। এই উদ্দ্যেশ্যেগুলো সামনে রেখে ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লি: এর ব্যবস্থাপনা কমিটি ও বিভিন্ন উপ-কমিটিসহ সকলে গতিশীলভাবে এক যোগে কাজ করে যাচ্ছে।

সমিতির সম্পদ ও পরিসম্পদের পরিমান:

সদস্যদের এক মুষ্টি চাল জমা করতে করতে আজ সমিতিতে সদস্যদের মধ্যে ৩০শে জুন ২০২০ইং তারিখ পর্যন্ত সমিতির সম্পদ ও পরিসম্পদের পরিমান প্রায় ৪৭১ (চারশত একাত্তর) কোটি টাকায় দাড়িয়েছে।

সমিতির বর্তমান কার্যক্রম:

বর্তমান সমিতিতে ১২টি প্রকল্প বা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে যথা : ১। সঞ্চয়ী প্রকল্প ২। ক্রেডিট প্রকল্প (বিশেষ শেয়ার আমানত) ৩। মরনোত্তর সেবা প্রকল্প ৪। বারিধারা মহিলা স্পেশাল ডিপোজিট স্কীম (বি এম এস ডি প্রকল্প) ৫। স্পেশাল (মর্টগেজ) ঋন প্রকল্প ৬। এফ ডি আর প্রকল্প ৭। হাউজিং প্রকল্প ৮। প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা (ডায়াবেটিক মাপা, বাচ্চাদের ভিটামিন এ ক্যাপসুল প্রদান, গর্ভবর্তী মহিলাদের টিকা প্রদান) ৯। দ্বিগুণ বা ডাবল ডিপোজিট স্কীম ১০। ঋন নিরাপত্তা স্কীম (এল পি এস) ১১। শিক্ষা প্রকল্প ১২। শেয়ার নিরাপত্তা স্কীম ও ১৩। লাখপতি স্কীম।

আদায়কৃত শেয়ার মূলধন:

নতুন করে যারা আমাদের সমিতির মূল সদস্য পদ গ্রহন করবেন তখন তাদের নিকট থেকে ১ টি শেয়ারের মূল্য ১০০ টাকা করে মোট ৫টি শেয়ার প্রদান করা হবে। মোট ৫টি শেয়ার দাম ৫০০/- টাকা হিসাবে নেওয়া হয়। তাদেরকে সমিতি থেকে ৫০০ টাকা মূল্যের ১টি শেয়ার সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়ে থাকে। ৩০শে জুন/২০২০ইং তারিখ পর্যন্ত তাদের আদায়কৃত শেয়ার মূলধন ৩০,৪৯০,৫০০/- টাকা রয়েছে।

০১। সঞ্চয়ী প্রকল্প:

সমিতির সদস্য হতে হলে প্রথমে এই প্রকল্পে ৫০০ টাকা জমা রাখতে হবে ও সর্বনিম্ন প্রতিমাসে ৫০ টাকা করে জমা দেওয়া যাবে এবং এই সঞ্চয়ী হিসাবে যে কোন সময় জমা রাখা যাবে ও যে কোন সময় তার জমাকৃত আমানত উত্তোলন করে নিতে পারবে। জমাকৃত আমানতের উপর বার্ষিক ৭% সুদ প্রদান করা হয়ে থাকে। ৩০শে জুন/২০২০ ইং তারিখ পর্যন্ত সঞ্চয়ী হিসাবকারীর সদস্য সংখ্যা ৮১,৫১৫ জন ও তাদের জমাকৃত আমানত ১১,৮৫,১৫৩,৮৫৫ টাকা।

০২। ক্রেডিট প্রকল্প (বিশেষ শেয়ার আমানত):

এই প্রকল্পের মাধ্যমে সদস্য হওয়ার ৬ মাস পরে উক্ত সদস্য ঋনের জন্য আবেদন করতে পারে । একজন সদস্য প্রথমে সাধারণত ২০,০০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৮০০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋন নিতে পারে ও ৩৬,৪৮,৬০,৬৬,৭২ ও ৮৪ কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য । উক্ত ঋনের সুদ হার বার্ষিক ১২%। যে সকল সদস্য তাদের ঋনের কিস্তি নিয়মিতভাবে প্রদান করে থাকে তাদের মোট বার্ষিক সুদের উপর ২০% রিবেট প্রদান করা হয়ে থাকে ও বিশেষ শেয়ার আমানত এর উপর ৮.৫% লভ্যাংশ বা সুদ প্রদান করা হয়ে থাকে। এই প্রকল্পের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৬০,৩১৫ জন ও জমাকৃত বিশেষ শেয়ার আমানত ২১,০২,৪৪,২৩,৯৩ টাকা এবং সদস্যদের নিকট ঋন হিসাবে ৩৫৫,৭১,৪০,৪৬৬ টাকা পাওনা রয়েছে।

০৩। মরনোত্তর সেবা প্রকল্প:

একজন সদস্য বার্ষিক ২৪০ টাকা প্রিমিয়াম বছরের শুরুতে এককালীন জমা দিয়ে থাকে। এই প্রকল্পে সদস্য হওয়ার ১ বছর পর ম্যাচিউরিটি লাভ করে । অর্থাৎ ১ বছর পরে কোন সদস্য মারা গেলে তার উত্তরাধিকারী/উত্তরাধিকারীগণকে এককালীন ৬০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়ে থাকে । বর্তমানে উক্ত আমানতের পরিমান ১০৪,৯২২,৩২১ টাকা ।

০৪। বি এম এস ডি প্রকল্প:

প্রকল্পটি ৫,৮ ও ১০ বছর মেয়াদ ভিত্তিতে ১০০ টাকা থেকে ২,০০০ টাকা পর্যন্ত চালু রয়েছে । সদস্যদের বি এম এস ডি এর জমার বিপরীতে ৯০% ঋনের সুবিধা রয়েছে । তাছাড়া সদস্যরা ইচ্ছা করলে ক্রেডিট বই থেকে ঋন গ্রহনের সময় উক্ত হিসাবের টাকা জামানত হিসাবে ব্যবহার করতে পারে । এই প্রকল্পের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৭,৪১১ জন। এই প্রকল্পে আমানতের পরিমান ২৯,৪৯,৪৩,৭২২ টাকা।

৫ বছরের জন্য ৮% হারে চক্রবৃদ্ধি, ৮ বছরের জন্য ৯.৫০%, ও ১০ বছরের জন্য ১০% হারে চক্রবৃদ্ধি লাভ দেয়া হয় ও মেয়াদের পূর্বে হিসাবটি যে কোন সময় বন্ধ করলে বি এম এস ডি এর নিয়ম অনুযায়ী টাকা প্রদান করা হয়ে থাকে।

০৫। স্পেশাল (মর্টগেজ) ঋন প্রকল্প:

সমিতির কার্য এলাকার মধ্যে যে সকল সদস্যের নিজের নামে জমি রয়েছে সে সকল সদস্য জমি বন্ধক রেখে এই প্রকল্প থেকে ঋন গ্রহন করতে পারে। এ ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে তার জমির মূল দলিল ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি সমিতির অফিসে জমা দিতে হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে একজন সদস্যকে সর্বোচ্চ এক লাখ টাকা বিশেষ ঋন হিসাবে প্রদান করা হয়ে থাকে। সুদের হার ১২% এবং সর্বাধিক ৪৮ কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য। বন্ধকী ঋন হিসাবে ৩২,৪০৫,৮৪০ টাকা পাওনা রয়েছে ।

০৬। এফ ডি আর প্রকল্প: এই প্রকল্পে বর্তমানে ৬ মাস থেকে ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ বছর মেয়াদে যথাক্রমে ৭%, ৭.৫%, ৮%, ৯% ও ৯.৫% হার সুদে বিনিয়োগের সু-ব্যবস্থা আছে। বর্তমানে এই প্রকল্পের মাধ্যমে সদস্যদের ১৬৫,৩৯৩,১৫০ টাকা বিভিন্ন মেয়াদে এফ ডি আর (দীঘমেয়াদী) হিসাবে সমিতিতে জমা রাখা আছে ।

০৭। হাউজিং প্রকল্প:

বর্তমানে উক্ত প্রকল্পে ৯৫৮ জন সদস্য রয়েছে । এই প্রকল্পে সদস্যপদ লাভের পর প্রতি মাসে নূন্যতম ৫০ টাকা করে জমা দিতে হয়। সঞ্চিত আমানতের উপর ৬.৫০% হারে সুদ প্রদান করা হয়ে থাকে। ইতিমধ্যে হাউজিং প্রকল্পের মাধ্যমে গাজীপুর জেলার টঙ্গী হায়দরাবাদ এলাকায় ১২.৫ বিঘা ও গাজীপুর জেলার শফিপুর বাজার এলাকায় প্রায় ২ বিঘা জমি ক্রয় করে প্রত্যেক এলোটিদের/ সদস্যদের মধ্যে ২.৫ কাঠা করে মোট ৯৬টি প্লট সদস্যদের মাঝে বিতরন করা হয়েছে । এই প্রকল্পে সদস্যপদ বাধ্যতামূলক নয়।

০৮। প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রকল্প:

সদস্যদের ও এলাকার দরিদ্র মহিলাদের অধিকতর সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সমিতির শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত তহবিল গঠনের পাশাপাশি ই পি আই ও প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে । প্রতি মাসে ২ জন (মেডিসিন ও গাইনী বিশেষজ্ঞ) মহিলা ডাক্তার ও ২ জন স্বাস্থ্য কর্মী দ্বারা সদস্যদের ও সমিতির কার্যক্রম এলাকার মধ্যে মহিলা ও বাচ্চাদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা বিনামূল্যে প্রদান করা হয়ে থাকে । ভবিষ্যতে বৃহৎ আকারে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা সমিতির সদস্যদের ও এলাকার দরিদ্রতম জনসাধারনের মধ্যে দেয়ার চিন্তা ভাবনা চলছে । বর্তমান করোনা ভাইরাসের কারনে কার্যক্রমটি বন্ধ রয়েছে।

০৯। ঋন নিরাপত্তা স্কীম (এল পি এস):

জুলাই, ২০১১ইং সন থেকে উক্ত স্কীমটি চালু করা হয়। এই স্কীমের আওতায় কোন সদস্য ঋন গ্রহন করার পর ঋন থাকা অবস্থায় মারা গেলে (এল পি এস পলিসি অনুযায়ী) তার পরিবারকে বকেয়া ঋন পরিশোধ করতে হবে না। এর জন্য সদস্যকে ঋন গ্রহন করার সময় এককালীন শতকরা .৩০ টাকা (১,০০০ - ৫০,০০০/- টাকা) পর্যন্ত, শতকরা .৫০ টাকা (৫১,০০০ - ১,৫০,০০০/- টাকা) পর্যন্ত, শতকরা .৬০ টাকা (১,৫১,০০০ - ৫,০০,০০০/- টাকা) পর্যন্ত প্রদান করতে হয়। উদাহরণ স¦রুপ, ১০,০০০/- টাকা ঋণের জন্য মাত্র ৩০/- টাকা, ১০০,০০০/- টাকা ঋণের জন্য মাত্র ৫০০/- টাকা এবং ৫০০,০০০/- টাকা ঋণের জন্য মাত্র ৩,০০০/- টাকা এককালীন প্রদান করতে হয়।

১০। দ্বিগুন মুনাফা প্রকল্প:

সমিতির সদস্যদের অধিক সেবা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত নভেম্বর ২০১০ মাস থেকে উক্ত প্রকল্পটি চালু আছে । বর্তমানে এই প্রকল্পের মাধ্যমে সদস্যদের ২,৭৫,৪৪,৬২,০০ টাকা আমানত হিসাবে সমিতিতে জমা রাখা আছে ।

১১। শিক্ষা তহবিল:

যখন কোন সদস্য সমিতি থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে তখন হাজার প্রতি ১ টাকা করে উক্ত তহবিলে সদস্যদের কাছ থেকে জমা রাখা হয়। উক্ত তহবিল ২০১৪ সাল থেকে শুরু করে প্রতি বছর যে সকল সদস্যদের ছেলে মেয়েরা এস এস সি ও এইচ এস সি পরীক্ষায় জিপি এ-৫ প্রাপ্ত সেই সকল ছেলে মেয়েদের সমিতি থেকে সংবর্ধনা ও লাভ অফ টোকেন প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া ও শিক্ষা মূলক কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ভবিষ্যতে উক্ত তহবিলটি সদস্যদের ছেলে মেয়েদের কল্যাণ মূলক কাজে ব্যবহারে সদ ইচ্ছে রয়েছে।

১২। শেয়ার নিরাপত্তা স্কীম:

সমিতির সদস্য নমিনীদের আর্থিক সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে গত ১ জানুয়ারী ২০১৯ থেকে উক্ত স্কীমটি চালু করা হয়েছে প্রতি অর্থ বছরে মোট বিশেষ শেয়ার আমানতের উপর .৬০% হারে কেটে নেয়া হবে এবং যে সকল সদস্যদের ১ লক্ষ টাকার উপরে বিশেষ শেয়ার আমানত জমা রয়েছে অফিস তাদের নিকট থেকে সবোর্চ্চ ১ লক্ষ পর্যন্ত শেয়ার

নিরাপত্তা স্কীমের জন্য টাকা কেটে নেবে, ১ লক্ষ টাকা উপরে নেওয়া হবে না। উক্ত টাকা কেটে নেয়ার পরে যদি কোন সদস্যের মৃত্যু বরন করে উক্ত স্কীমের মাধ্যমে যত টাকা শেয়ার জমা ছিল তার সমপরিমান টাকা অফিস তার নমিনীকে প্রদান করবে সর্বোচ্চ ১ লাখ টাকা। উক্ত তহবিলে ১৬,১৫,১০,৪৭ টাকা রয়েছে।

১৩। লাখপতি স্কীম:

উক্ত স্কীমটি গত ১লা জানুয়ারী ২০২০ ইং তারিখ থেকে সমিতির সদস্যদের মধ্যে ও ভবিষ্যৎ আর্থিক পুঁজি গঠনের লক্ষ্যে স্কীমটি চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্পের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৫৫৭ জন। বর্তমানে এই প্রকল্পের মাধ্যমে সদস্যদের ৭১,৬৩,২১০ টাকা আমানত হিসাবে সমিতিতে জমা রাখা আছে ।

২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক সাধারন সভার উপস্থিতির একাংশ

সমিতির সাফল্য:

১লা নভেম্বর ২০০৩ বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লি: জাতীয়ভাবে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে মনোনীত হয় ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট থেকে স্বর্নপদক লাভ করেন।

সভানেত্রী মিসেস গোলাপ বানু ২০০৫ সনে শ্রেষ্ঠ সমবায়ী হিসেবে জাতীয় ভাবে মনোনীত হন ।

- ২০১০ সনের নভেম্বরে জাতীয় সমবায় দিবস উপলক্ষে ঢাকা জেলা সমবায় অফিস থেকে সমবায় পত্রিকা প্রকাশ করে। যেখানে বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লি: কে “সফল সমিতি” হিসেবে প্রকাশ করা হয়।
- ৫ জুন ২০১১ ম্যানেজার মি: নিত্য অধিকারী মানবাধিকার পরিবেশ ও সাংবাদিক সোসাইটি (মাপসাস) থেকে শ্রেষ্ঠ সমবায়ী হিসেবে মাদার তেরেসা গোল্ড মেডেল অর্জন করেন ।
- ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১১ মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর থেকে “আকুর ” ৪০তম ক্রেডিট ইউনিয়ন ফোরাম মিটিংয়ে বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লি: তার ভালো কাজের স্বীকৃতি স্বরুপ অর্ন্তজাতিকভাবে সমবায় পুরস্কার অর্জন করেন ।
- ২৩ অক্টোবর ২০১১ ম্যানেজার মি: নিত্য অধিকারী মানবাধিকার পরিবেশ ও সাংবাদিক সোসাইটি (মাপসাস) থেকে শ্রেষ্ঠ সমবায়ী হিসেবে মহাতাগান্ধী গোল্ড মেডেল অর্জন করেন।
- ১৯ নভেম্বর ২০১১ বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লি: জাতীয়ভাবে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে মনোনীত হয় ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট থেকে স্বর্নপদক লাভ করেন।
- ১৯ নভেম্বর ২০১১ বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লি: এর সভানেত্রী গোলাপ বানু জাতীয়ভাবে শ্রেষ্ঠ সমবায়ী হিসেবে মনোনীত হন ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নিকট থেকে স্বর্নপদক লাভ করেন।

- ৯ই ডিসেম্বর ২০১৪ ইং তারিখে সভানেত্রী মিসেস গোলাপ বানু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর নিকট থেকে "বেগম রোকেয়া পদক" অর্জন করেন।
- ১৯শে ডিসেম্বর ২০১৪ইং তারিখ ম্যানেজার মি: নিত্য অধিকারী শ্রেষ্ঠ সমবায়ী ও সমাজ সেবায় বিশেষ অবদান রাখার জন্য "হিউম্যান রাইটস গোল্ড মেডেল" অর্জন করেন।

সমিতির স্থায়ী সম্পদ:

বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লি: এর দাগ নং ১১৬০, নুরেরচালা, বাড্ডা, ঢাকা -১২১২ তে নিজস্ব ৪ কাঠা জায়গা রয়েছে ও বর্তমানে উক্ত জায়গায় সমিতির ৬ তলা বিশিষ্ট নিজস্ব বিল্ডিং রয়েছে এবং সেখানে অফিসের কাজকর্ম চলছে । উক্ত বিল্ডিংটি নিজস্ব আর্থায়নে নির্মাণ করা হয়েছে এবং সম্পূণ ভবনটি অফিস পরিচালনার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

আর্থিক অবস্থা ও কার্যক্রম:

প্রতি মাসে কমপক্ষে ১,২০০ - ১,৬০০ জন সদস্যকে ঋন প্রদান করা হয়ে থাকে ও গড়ে মাসিক সাধারন ঋন, বি এম এস ডি ঋন ও বিশেষ ঋনের পরিমান প্রায় ১৭-১৮ কোটি টাকা ঋন হিসাবে বিতরণ করা হয়ে থাকে । বর্তমানে করোনা ভাইরাসের কারনে সীমিত আকারে ঋন প্রদান করা হচ্ছে।

৩০শে জুন/২০২০ইং তারিখ পর্যন্ত প্রায় ৩৮ হাজার ৬০০ এর সদস্যদের নিকট ঋণ পাওনা রয়েছে। আমরা আশাবাদী উক্ত সদস্যগণ ঋন গ্রহন করে গাড়ী, বাড়ী, ব্যবসা, জমি ক্রয়, পল্ট্রিফ্রাম, মুদি দোকান, কম্পিউটার ক্রয়, উচ্চ শিক্ষা, কুঠির শিল্প ও সদস্যদের ছেলে মেয়েদের বিদেশ পাঠানো ইত্যাদি কাজে সংশ্লিষ্ট রয়েছে এবং অনেক সদস্য স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছেন ও অন্যকে চাকুরীর করার সুযোগ করে দিচ্ছেন।

সংবর্ধনাঃ

প্রতি বছর সদস্যদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষায় উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টির লক্ষ্যে যে সকল ছাত্র ছাত্রী এস এস সি ও এইচ এস সি পরীক্ষায় জি পি এ ৫ এ উর্ত্তীণ হয় বারিধারা মহিলা সমবায় সমিতি লিঃ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ও তাদের মধ্যে সাধারণ পুরষ্কার প্রদান করে থাকে। ২০১৯ সালে ৮২ জন ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে সাধারণ পুরষ্কার প্রদান করা হয়।

সমিতির ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

১। ২০২১ সালের মধ্যে আমাদের সমিতির সম্পদ ও পরিসম্পদ ৬০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা, কর্ম সংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ও ২০০ জন কর্মকর্তা কর্মচারীতে উর্ত্তীন ও সকলকে মানব সম্পদে পরিনত করা এবং প্রশিক্ষনের মাধ্যমে কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি করা ।

২। ৫টি সেবা কেন্দ্রে (নর্দ্দা, ভাটারা ছোলমাইদ, বাড্ডা আবদুল্লাবাগ, সাতারকুল ও খিলক্ষেত বরুয়া) স্থায়ীভাবে জমি ক্রয় করে ও নিজস্ব জমিতে বিল্ডিং তৈরী করে অফিস কার্যক্রম পরিচালনা করা ও অত্র এলাকার সদস্যদের সার্বিক সেবা প্রদান করা। ইতিমধ্যে দুটি সেবা কেন্দ্রের জন্য জমি ক্রয় করা হয়েছে ও নিজস্ব বিল্ডিংয়ে অফিসের কাজ চলছে।

৩। গাজীপুর জেলার শফিপুর এলাকায় বৃদ্ধাশ্রমের জন্য ২ বিঘা জমি ক্রয় করা হয়েছে এবং ২০২২ সালে বিল্ডিং তৈরী করে সমিতির সদস্যদের মধ্যে যারা অসহায় ও বিধবা মহিলা তাদের পুর্নবাসনের ব্যবস্থা করা হবে ও সমিতির আয় থেকে পরিচালনার চিন্তা রয়েছে।

৪। সমিতির সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান ও সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে এ্যাম্বুলেন্স ক্রয় করে পরবর্তীতে গর্ভপতী মহিলা, গুরুতর অসুস্থ্য রোগী ও মৃত সদস্য এবং পরিবারের সদস্যদের মধ্যে স্বল্প খরচে সেবা প্রদান করা ।

৫। প্রতিটি সেবা কেন্দ্রে জমি ক্রয় করে ও বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মান করে সদস্যদের মধ্যে স্বল্প দামে ও কিস্তিতে ফ্লাট বিক্রয় করা এবং প্রতিটি বিল্ডিংয়ে কমিউনিটি তৈরী করে সামাজিকভাবে সেবা প্রদান ও কর্ম সংস্থানের সৃষ্টি করা।

৬। প্রতিটি সেবা কেন্দ্রে কোয়ালিটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা যাতে স্বল্প ব্যয়ে সদস্যদের ছেলে মেয়েরা লেখাপড়ার সুযোগ গ্রহন এবং পরিবারকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা ও সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠানের সুনাম আক্ষন রাখা।

৭। বর্তমান ৮ লক্ষ টাকা ঋনের ধাপ বৃদ্ধি করে ১৫ লক্ষ টাকায় উর্ত্তীন করা ।

৮। অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা সদস্যদের মধ্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান ও ভবিষ্যতে মিনি হসপিটাল স্থাপনা করা।

৯। আরো হাউজিং প্রকল্পের জমি ক্রয় করে সদস্যদের মধ্যে স্থায়ীভাবে আবাসন সমস্যা সমাধান করা।

১০। সমিতির সদস্য ছেলে মেয়েদের মধ্যে স্বল্প ব্যয়ে ইংরেজী শিক্ষা কোর্স চালু করা।

১১। সমিতির সদস্যদের মধ্যে কুটির শিল্পের মাধ্যমে সদস্যদের আয়ের উৎস বৃদ্ধি করা।

১২। এলাকার পরিবেশ ও উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত থাকা।

১৩। আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে সমিতির সম্পদ ও পরিসম্পদ ১,০০০ কোটি টাকায় উর্ত্তীন করা।

১৪। আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে সমিতির কর্মচারী কর্মকতা ৩০০ সংখ্যায় উর্ত্তীন করা।

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড, ঢাকা এর সারসংক্ষেপ:

প্রতিষ্ঠা ও প্রসার

১৯৫৫-২০২০

''দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা'' বাংলাদেশে পাওনিয়ার সমবায় আন্দোলনের ফসল। ১৯৫৫ সালে শুরম্ন হওয়া এই সমবায় সমিতি **ঢাকা ক্রেডিট** নামেই বহুল পরিচিত। ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে ৩ জুলাই একজন মিশনারি যাজক চার্লস জে.ইয়াং সিএসসি দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি, ঢাকা এর গোড়াপত্তন করেন। ৫০ জন কীর্তিমান ব্যক্তির মোট ২৫ টাকা মূলধন নিয়ে তৎকালীন খ্রিষ্টানদের আর্থিক দুর্দশা থেকে মুক্তি দিতে যাত্রা শুরু করা এই সমবায় প্রতিষ্ঠান ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দের বেঙ্গল কো-অপারেটিভ এ্যাক্টের অধীনে ১৯৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকা ক্রেডিট নিবন্ধন লাভ করে। ফাদার ইয়াং ঢাকা ক্রেডিট প্রতিষ্ঠা করার পর খ্রিষ্ট সমাজ উৎসাহিত হয়ে ঢাকা শহরসহ দেশের বিভিন্ন মিশনারীকে কেন্দ্র করে গড়ে তোলে বিভিন্ন শ্রেনীর সমবায় প্রতিষ্ঠান।

৬৫ বছর পর ঢাকা ক্রেডিটের বর্তমান মোট সম্পদ-পরিসম্পদের পরিমাণ হলো ৭৭৯ কোটি টাকা। ৩০ জুন,২০২০ পর্যন্ত সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ৪০ হাজার ৩৩৫ জন। মহীরূহ এই প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে ৬৩৮ জন কর্মীর প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে। সমিতির মাধ্যমে পরোক্ষ ভাবে কর্মসংস্থান হয়েছে আরও প্রায় ২০ হাজার নারী ও পুরুষের। ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও মুন্সিগঞ্জ এই চারটি জেলায় সমিতির কর্ম এলকা। ঢাকা ক্রেডিটের ১২টি সেবাকেন্দ্র এবং ১৯টি কালেকশন বুথ রয়েছে। ঢাকা ক্রেডিট সদস্যদের জীবনমান উন্নয়নে চালু করেছে নানা ধরণের সঞ্চয়ী ও ঋণ সেবা। বর্তমানে সমিতির ১৬টি সঞ্চয়ী ও ৩৩টি ঋণ সেবা চালু রয়েছে। ২০১৯-২০২০ আর্থিক বছরে সমিতির মাসিক গড় আয় ছিল ৫ কোটি ১১ লক্ষ ৬৭ হাজার ১৮৫ দশমিক ২৬ টাকা ও গড় ঋণ প্রবাহ ছিল ১৯ কোটি ৮৮ লক্ষ ৪০ হাজার ৮৭২ দশমিক ২৫ টাকা।

আর্থিক উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নকে সন্নিবেশিত করে ঢাকা ক্রেডিট প্রথাগত ঋণসেবার উর্ধ্বে এসে শুরু করেছে বিভিন্ন ধরনের আয় বর্ধনমূলক উন্নয়ন প্রকল্প। ঢাকা ক্রেডিটের মোট ৩৩টি আয়মূলক প্রকল্প বীরদর্পে এগিয়ে চলছে। তার মধ্যে নিমার্ণাধীন ৩০০ শয্যার ডিভাইন মার্সি জেনারেল হাসপাতাল, বান্দুরা বহুমুখী প্রকল্প, ঢাকা ক্রেডিট (ডিসি) রিসোর্ট এন্ড ট্রেনিং সেন্টার, বিউটি পার্লার ও ট্রেনিং সেন্টার, ছাত্রী/নারী হোস্টেল, জিম, সমবায় বাজার, ক্রেডিট ইউনিয়ন স্কুল, চাইল্ড কেয়ার এন্ড এডুকেশন সেন্টার, কালচারাল একাডেমি, সিকিউরিটি সার্ভিস প্রকল্প উল্লেখ্যযোগ্য। ঢাকা ক্রেডিটের বিভিন্ন আয় বর্ধনমূলক প্রকল্পগুলোকে অনুসরণ করে পরবর্তীতে অন্যান্য সমবায় প্রতিষ্ঠানও বিভিন্ন ধরনের প্রডাক্ট ও প্রকল্প প্রচলন করেছে। মূলত ঢাকা ক্রেডিট দেশের বিভিন্ন সমিতির আদর্শ হয়ে উঠেছে। সমিতির সকল সদস্য খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী হলেও এর কিছু প্রকল্পের সেবা জাতিধর্ম নির্বিশেষে সবার জন্য উন্মুক্ত।

ঢাকা ক্রেডিটের ৯টি নিজস্ব বহুতল ভবন অফিস এবং প্রধান কার্যালয়ে সমিতির রয়েছে ১৮টি বিভাগ। ২২(বাইশ) সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটি দ্বারা এ সমিতি পরিচালিত হয়। এ ছাড়াও উপদেষ্টা কমিটি, নারী কমিটি, যুব কমিটি, শিক্ষা কমিটি, স্পোর্টস কমিটি, পার্সোনাল কমিটি, সেবা কেন্দ্র পরিচালনা কমিটি, স্কুল পরিচালনা কমিটির মতো উল্লেখ্যযোগ্য ৫৩টি উপ-কমিটি রয়েছে ঢাকা ক্রেডিট সমিতির।

এক নজরে সমিতির সাংগঠনিক, আর্থিক ও সামজিক কার্যক্রমঃ

০১)	সমিতির নামঃ		দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:, ঢাকা।
০২)	সমিতির নিবন্ধন নম্বর ও তারিখঃ		ক) নিবন্ধন নং-৪২, তারিখঃ ১৩/০৩/১৯৫৮ খ্রিঃ। খ) সংশোধিত নিবন্ধন নং-৯৫, তারিখঃ ০৩/০৪/২০১৮ খ্রিঃ।
০৩)	সমিতির বর্তমান ঠিকানাঃ		রেভাঃ ফাদার চালর্স জে. ইয়াং ভবন, ১৭৩/১/এ, পূর্ব তেজতুরী বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।
০৪)	সমিতির সভ্য নির্বাচনী ও কর্ম এলাকাঃ		ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও মুন্সিগঞ্জ জেলায় বসবাসরত অথবা চাকুরী করে এমন খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের সমিতির সভ্য নির্বাচনী ও কর্ম

			এলকা সীমাবদ্ধ।
০৫)	সমিতির বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটির তথ্যঃ		

ক্রঃ নং	নাম	পদবী
০১	পংকজ গিলবার্ট কস্তা	প্রেসিডেন্ট
০২	আলবার্ট আশিস বিশ্বাস	ভাইস প্রেসিডেন্ট
০৩	ইগ্নাসিওস হেমন্ত কোড়াইয়া	সেক্রেটারি
০৪	পিটার রতন কোড়াইয়া	ট্রেজারার
০৫	পাপিয়া রিবেরু	ডিরেক্টর
০৬	আনন্দ ফিলিপ পালমা	ডিরেক্টর
০৭	সলোমন আই রোজারিও	ডিরেক্টর
০৮	প্রত্যেস রাংসা	ডিরেক্টর
০৯	পাপড়ী প্যাট্রিশিয়া আরেং	ডিরেক্টর
১০	মনিকা গমেজ	ডিরেক্টর
১১	সজল যোসেফ গমেজ	ডিরেক্টর
১২	পল্লব লিনুস ডি'রোজারিও	ডিরেক্টর
১৩	সুকুমার লিনুস ক্রুশ	ঋণদান কমিটির চেয়ারম্যান
১৪	জনি এস গমেজ	ঋণদান কমিটির সদস্য
১৫	লরেন্স পিটার গমেজ	ঋণদান কমিটির সদস্য
১৬	উমা ম্যাগডেলিন গমেজ	ঋণদান কমিটির সদস্য
১৭	অন্তর মানখিন	ঋণদান কমিটির সদস্য
১৮	জন গমেজ	পর্যবেক্ষন কমিটির চেয়ারম্যান
১৯	প্রিয়ন্ত সি কস্ত	পর্যবেক্ষন কমিটির সদস্য
২০	ষ্টেলা হাজরা	পর্যবেক্ষন কমিটির সদস্য
২১	বার্নার্ড পংকজ ডি'রোজারিও	পর্যবেক্ষন কমিটির সদস্য
২২	মাধবী অনিতা গমেজ	পর্যবেক্ষন কমিটির সদস্য

০৬)	সদস্য সংখ্যা (৩০/০৬/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্তঃ		৪০ হাজার ৩৩৫ জন।
০৭)	সমিতিতে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যাঃ		৬৩৮ জন।
০৮)	সমিতির সেবা কেন্দ্র ও কালেকশন বুথের সংখ্যাঃ		সেবা কেন্দ্র-১২ টি এবং কালেকশন বুথ-১৯ টি।
০৯)	সমিতির বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক ও আয়বর্ধন		আর্থিক উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক উন্নয়নকে সন্নিবেশিত করে

	মূলক প্রকল্পঃ		ঢাকা ক্রেডিট প্রথাগত ঋণ সেবার উর্ধ্বে এসে সমবায় বিভাগের প্রত্যক্ষ পরামর্শ ও তত্তাবধানে শুরু করেছে বিভিন্ন ধরনের আয় বর্ধন মূলক ও উন্নয়ন মূলক প্রকল্প। ঢাকা ক্রেডিটের মোট ৩৩টি প্রকল্প রয়েছে তার মধ্যে নিমার্ণাধীন ৩০০ শয্যার ডিভাইন মার্সি জেনারেল হাসপাতাল, বান্দুরা বহুমুখী প্রকল্প, ঢাকা ক্রেডিট (ডিসি) রিসোর্ট এন্ড ট্রেনিং সেন্টার, বিউটি পার্লার ও ট্রেনিং সেন্টার, ছাত্রী/নারী হোস্টেল, জিম, সমবায় বাজার, ক্রেডিট ইউনিয়ন স্কুল, চাইল্ড কেয়ার এন্ড এডুকেশন সেন্টার, কালচারাল একাডেমি, সিকিউরিটি সার্ভিস প্রকল্প উল্লেখ্য যোগ্য।
১০)	সমিতির সর্বশেষ সম্পাদিত অডিট বর্ষঃ		২০১৮-২০১৯ অডিট বর্ষ।
১১)	৩০/০৬/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন খাতে আদায়কৃত আমানতের পরিমানঃ		৩৫৭,১০,৯৩,০৭৩.০০ টাকা।
১২)	৩০/০৬/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন সঞ্চিতি ও তহবিল খাতে জমার পরিমানঃ		১০৯,৪৫,৩৩,৬৯৯.০০ টাকা।
১৩)	৩০/০৬/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন খাতে ঋণ বিনিয়োগের পরিমানঃ		৪৮১,৭২,৩৬,২৪৩.০০ টাকা
১৪)	৩০/০৬/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত অন্যান্য প্রকল্পে বিনিয়োগের পরিমানঃ		৫৪,৩৪,৯৫,০৩৫.০০ টাকা।
১৫)	১৪৮৮.৫০ শতাংশ জমি ক্রয় খাতে বিনিয়োগের পরিমানঃ		১০৩,৯৭,৫৩,৬৬৯.০০ টাকা।
১৬)	দালান কোঠার মূল্য স্থিতিঃ		২৮,৭৭,০৫,৫৬৭.০০ টাকা।
১৭)	২০১৮-২০১৯ সনে সদস্যদের মধ্যে লভ্যাংশ বন্টন করা হয়েছেঃ		২২,২২,৫০৮.৩৬ টাকা।

০৩. বাংলাদেশ পুলিশ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড (পলওয়েল)

প্রতিষ্ঠা ও প্রসার

১৯৬০-২০২০

পুলিশ বাহিনীর সদস্য এবং তাদের পরিবারবর্গের অর্থনৈতিক সাহায্য ও স্বাবলম্বী করার অভিপ্রায়ে ১৯৫৯ সালে তদানিন পুর্ব পাকিস্থানের গর্ভনর জনাব জাকির হোসেন, চীফ সেক্রেটারী জনাব মোহাম্মদ আজফার এবং পুলিশের আইজি জনাব এ, কে, এম হাফিজ উদ্দিন সমবায় ভিত্তিতে একটি ষ্টোর খোলার চিন্তা করেন। ১৯৫৯ সালে ১৫ই আগষ্ট ঢাকা পুলিশ ক্লাবের উদ্বোধনকালে মাননীয় গর্ভনর মহোদয় তৎকালীন ঢাকা জেলা পুলিশ সুপার জনাব মোহাম্মদ আবদুল হক-কে উক্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহনের দায়িত্ব প্রদান করেন।

জনাব এম,এ হক বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে গ্রহন করেন। সমবায় ভিত্তিতে জেলা ও মহকুমা সদরে ষ্টোর প্রতিষ্ঠা করে তা পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রন সম্ভব হবে না ভেবে তিনি সর্বসম্মরের পুলিশ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সদস্য করে কেন্দ্রীয়ভাবে সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করার কথা ভাবেন। অবশেষে তার অক্লান্ত পরিশ্রমে ১৯৬০ সালে ‘‘পুর্ব পাকিস্থান পুলিশ সমবায় সমিতি লিঃ’’ নামে এই সমিতি আত্মপ্রকাশ করে। ইংরেজিতে পুলিশ ওয়েলফেয়ার এর সংক্ষিপ্ত নামকরণ ‘‘পলওয়েল’’ রাখা হয়। ১৯৬০ সালে ১৬ইং ফেব্রম্নয়ারী এই সমিতি সরকারের সমবায় বিভাগের নিবন্ধন লাভ করে।

সমবায় বিভাগের নিবন্ধন লাভের পর পরই ২৫ লক্ষ টাকার অনুমোদিত শেয়ার বিক্রির লক্ষ্যে পুলিশ বাহিনীর সদস্য ও তাঁদের পরিবারবর্গের মধ্যে প্রতিটি ১০ টাকা মুল্যের শেয়ার বিক্রয় শুরু হয়। তাঁদের আকৃষ্ট ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রথমত শেয়ারের অর্ধমূল্য গ্রহন করা হয়। প্রথম শেয়ার বিক্রয় শুরু হয় ২৭ অক্টোবর ১৯৬০ সনে। জনাব এম, এ হক মনে করেন পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে শেয়ার ক্রয়ের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য প্রচার প্রয়োজন। সাধারণ পত্রালাপ বা মাঝে মাঝে দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে আশা পদ ফল পাওয়া সম্ভব নয়। তাই তিনি পুলিশ সমবায় সমিতি তথা পুলিশ বাহিনীর মুখপাত্র হিসেবে সাপ্তাহিত ‘‘ডিটেকটিভ’’ প্রকাশের পদক্ষেপ গ্রহন করেন।

এক নজরে সমিতির সাংগঠনিক, আর্থিক ও সামাজিক কার্যক্রম:

সমিতির নাম : বাংলাদেশ পুলিশ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ
রেজিঃ নং ও তারিখ : রেজিঃ নং-০২, তারিখ-১৬-০২-১৯৬০ খ্রিঃ।
ঠিকানা : ৬৯/১, পলওয়েল ভবন, নয়াপল্টন, ঢাকা।

বর্তমান বাংলাদেশ পুলিশ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড বোর্ড অব ডিরেক্টর্স এর পরিচিতিঃ

১।	ড. বেনজীর আহমেদ,বিপিএম (বার) ইন্সপেক্টর জেনারেল, বাংলাদেশ পুলিশ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স	চেয়ারম্যান
২।	জনাব মোঃ শাহাব উদ্দীন কোরেশী অতিরিক্ত আইজিপি (এফ এন্ড ডি) বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স	ভাইস-চেয়ারম্যান
৩।	জনাব চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন,বিপিএম,পিপিএম ডি জি, র‌্যাব ফোর্সেস, বাংলাদেশ পুলিশ	ম্যানেজিং ডিরেক্টর
৪।	জনাব মোহাঃ শফিকুল ইসলাম, বিপিএম (বার) পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি	ডিরেক্টর
৫।	জনাব মোঃ আতিকুল ইসলাম,বিপিএম(বার),পিপিএম(বার) ডিআইজি, নৌ-পুলিশ	ডিরেক্টর

৬।	ব্যারিস্টার মোঃ হারুনন অর রশিদ,বিপিএম-সেবা ডিআইজি, ময়মনসিংহ রেঞ্জ, ময়মনসিংহ	ডিরেক্টর
৭।	জনাব মোঃ তওফিক মাহবুব চৌধুরী ডিআইজি (লজিস্টিকস্), বাংলাদেশ পুলিশ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স	ডিরেক্টর
৮।	ড. শোয়েব রিয়াজ আলম অতিরিক্ত ডিআইজি (ডেভেলপমেন্ট-০১) বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স	ডিরেক্টর
৯।	জনাব এ এফ এম জাবিদ হাসান অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অবঃ)	ডিরেক্টর

৩০/০৬/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত নিজস্ব মুলধনের পরিমানঃ ১১৩,৫৭,০৬,৪২৮.৯৯

(একশত তের কোটি সাতান্ন লক্ষ ছয় হাজার চারশত আটাশ টাকা নিরানববই পয়সা)

৩০/০৬/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির পরিমানঃ

স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির পরিমানঃ ১৭৮১,৭২,৬০,৭০০.০০ (এক হাজার সাতশতএকাশি কোটি বাহাত্তর লক্ষ ষাট হাজার সাতশত টাকা (বাজার মূল্য)।

৩০/০৬/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত শেয়ার,সঞ্চয় আমানত আদায় ও সংরক্ষিত তহবিলসহ অনান্য তহবিলের পরিমানঃ

১) শেয়ার মুলধন : ২,৭৯,৩৬,০৩০.০০

২) সংরক্ষিত তহবিল : ১৬,৩২,০১,৩৬৯.১১

৩) দীর্ঘ মেয়াদী সঞ্চয় আমানত : ৩,৩৮,৩৮,২৪৬.০০

<u>সদস্যদের বার্ষিক লভ্যাংশ বন্টন, অডিট সেস ও সমবায় উন্নয়ন তহবিল প্রদানঃ</u>

১। **লভ্যাংশ বন্টনঃ** সোসাইটির সকল সম্মানিত সদস্যবৃন্দকে ১৯৬১ সাল থেকে নীট লাভের আনুপাতিক হারে লভ্যাংশ প্রদান করে আসছে।

সর্বশেষ ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সদস্যদের মাঝে শেয়ার মূলধনের উপর ৪০% হিসেবে ১,০৬,৩৩,৩২০.০২ (এক কোটি ছয় লক্ষ তেত্রিশ হাজার তিনশত বিশ টাকা দুই পয়সা) টাকা লভ্যাংশ হিসেবে সদস্যদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া বিগত বছরে যেমনঃ

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে শেয়ারের ৪০% হিসেবে ৪৫,১৩,০২০.৪৯ টাকা

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে শেয়ারের ৪০% হিসেবে ৯৩,২৩,৩৪৮.১৯ টাকা

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে শেয়ারের ৪০% হিসেবে ১,২০,৮৩,৫৪৪.৭৩ টাকা

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে শেয়ারের ৪০% হিসেবে ২৪,৪৩,৩৭৮.৯৩ টাকা

লভ্যাংশ হিসেবে সদস্যদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

২) **অডিট সেস প্রদানঃ** সোসাইটি প্রতি অর্থ বছরে সমবায় আইন মোতাবেক নিয়মিত অডিট সেস প্রদান করে আসছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে প্রতি বছরের ন্যায় ১০,০০০.০০ টাকা অডিট সেস পরিশোধ করেছে।

৩) **সমবায় উন্নয়ন তহবিলঃ** সোসাইটি সমবায় আইনের ৩৪(গ) ধারা ও সমবায় বিধিমালা'২০০৪ এর ৮৪(২) মোতাবেক প্রতি বছর নীট লাভের ৩% সমবায় উন্নয়ন তহবিলে চাঁদা হিসেবে পরিশোধ করে আসছে। সর্বশেষ ২০১৮-২০১৯

অর্থবছরে ৯,৩৭,৮০৭.৪৫ (নয় লক্ষ সাইত্রিশ হাজার আটশত সাত টাকা পয়তালিস্নশ পয়সা) টাকা সমবায় উন্নয়ন তহবিল বাবদ পরিশোধ করেছে। তাছাড়া সর্বশেষ বিগত ০৪ বছরে যেমনঃ

২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে নীট লাভের ৩% হিসেবে ১০,৮৪,৩৫৬.৫৯ টাকা

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে নীট লাভের ৩% হিসেবে ৮,৪৫,৮৩৯.৮৭ টাকা

২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে নীট লাভের ৩% হিসেবে ৭,৮৯,২১৮.৮৩ টাকা

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে নীট লাভের ৩% হিসেবে ৬,২,১৮৭৯.৬৩ টাকা

সমবায় উন্নয়ন তহবিলে পরিশোধ করা হয়েছে। অনান্য বছরেও আইন ও বিধি মোতাবেক সমবায় উন্নয়ন তহবিল-এর সংরক্ষিত অর্থ নিয়মিত পরিশোধ করেছে।

বার্ষিক সাধারণ সভাঃ

বার্ষিক/বিশেষ সাধারন সভা এর্বং ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বিষয় সোসাইটিতে উপ-আইন ও সমবায় আইন মোতাবেক কোরাম সংখ্যক সদস্য নিয়ে নিয়মিত বার্ষিক সাধারন সভা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ ২০১৮-২০১ অর্থবছরের বার্ষিক সাধারণ সভা গত ০৭-১২-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচনঃ

সমবায় আইন মোতাবেক জেলা অফিসার কর্তৃক গঠিত নির্বাচন কমিটির মাধ্যমে নির্বাচন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ নির্বাচনের তারিখ ০৭-১২-২০১৯ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

আভ্যন্তরীন ও বার্ষিক অডিট সম্পাদনের অবস্থাঃ

অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা কমিটি কর্তৃক নিরীক্ষা কার্য সম্পাদনের পর সমবায় দপ্তর কর্তৃক মনোনীত অডিটর দ্বারা নির্ধারিত সময়ে বার্ষিক অডিট কার্য সম্পাদন করা হয়। সর্বশেষ ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের অডিটকার্য সম্পাদন করা হয়েছে।

উন্নয়ন কর্মকান্ডের ধরন ও কর্মসংস্থানঃ

এ সমিতি নিজস্ব মূলধন পলওয়েল সুপার মার্কেট (নয়াপল্টন) নির্মাণ যেখানে প্রায় ২০০০ জনের কর্মসংস্থান, উত্তরায় পলওয়েল কারনেশন শপিং সেন্টার নির্মান, যেখানে প্রায় ১৬০০ জনের কর্মসংস্থান, জোনাকী সিনেমা হল নির্মাণ যেখানে প্রায় ৪০ জনের কর্মসংস্থান ,সিএনজি ফিলিং ষ্টেশন স্থাপন যেখানে প্রায় ৪০ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। তাছাড়া টঙ্গীস্থ দাড়াইল মৌজায় পলওয়েল আবাসন প্রকল্পে ৩৭.৫ বিঘা জমি ক্রয় করে ১৫১ টি পরিবারের স্থায়ী আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং পলওয়েল তা পরিচালনা করছে।

সেবামুলক উন্নয়ন কার্যক্রমঃ

সদস্যগণের অসুস্থতার জন্য আর্থিক সহায়তা এবং তাদের মেধাবী সন্তানদের শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সেবামূলক খাতে ৩১,২৬,০২৪.৮৪ (একত্রিশ লক্ষ ছাবিবশ হাজার চবিবশ টাকা চুরাশি পয়সা) টাকা প্রভিশন রাখা হয়েছে এবং তা বন্টন করা হয়েছে। তাছাড়া ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ৩৬,১৪,৫২১.৯৮ টাকা ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ২৮,১৯,৪৬৬.৩২ টাকা ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ২৬,৩০,৭২৯.৪২ টাকা ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ২০,৭২,৯৩২.১১ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

বানিজ্যিক উন্নয়ন কর্মকান্ডঃ পলওয়েল সুপার মার্কেট ভাড়া, সিএনজি ফিলিং ষ্টেশন ভাড়া, জোনাকী সিনেমা হল ভাড়া, পলওয়েল কারনেশন মার্কেট ভাড়া।

কর্মসংস্থানের সংখ্যা ও নিয়োগঃ

সোসাইটিতে মোট ৩৪ জন স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারী রয়েছে। জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এবং লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয়ে থাকে।

দেশ ও জাতির জন্য কল্যাণকর ও জনহিতকর কার্যক্রমঃ

ক) সোসাইটির সদস্যদের চিকিৎসা সহায়তা এবং ছেলে-মেয়েদের শিক্ষাবৃত্তি, উচ্চ শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে দেশ ও জাতি গঠনে বিশেষ ভুমিকা রাখছে।সোসাইটির সদস্যদের চিকিৎসা জনিত ক্ষতিপুরন প্রদান ও সদস্যদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সেবামূলক খাতে ৩১,২৬,০২৪.৮৪ (একত্রিশ লক্ষ ছাবিবশ হাজার চবিবশ টাকা চুরাশি পয়সা) টাকা প্রভিশন রাখা হয়েছে এবং তা বন্টন করা হয়েছে। তাছাড়া ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ৩৬,১৪,৫২১.৯৮ টাকা ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ২৮,১৯,৪৬৬.৩২ টাকা ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে ২৬,৩০,৭২৯.৪২ টাকা ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ২০,৭২,৯৩২.১১ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। যার ফলে সদস্যের ছেলে মেয়েরা সুনাগরিক ও আলোকিত মানুয় হতে উদ্বুদ্ধ হয়।

খ) ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে রাজস্ব খাতে ৪২,৪০,৮৫৩.০০ টাকা আয়কর হিসাবে পরিশোধ করা হয়েছে।

গ) ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সোসাইটির সদস্যদের জন্য চিকিৎসা সহায়তা ও শিক্ষাবৃত্তি বাবদ ৩১,২৬,০২৪.৮৪ টাকা রাখা হয়েছে, সমবায় উন্নয়ন তহবিল বাবদ ৯,৩৭,৮০৭.৪৫ পরিশোধ করা হয়েছে ।

ঘ) ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে অডিট ফি ও ভ্যাট বাবদ ১১,৫০০.০০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

পলওয়েলের বর্তমান প্রকল্প সমূহ ও সামাজিক অবদানঃ

পলওয়েল সুপার মার্কেট, ৬৯/১ আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম সড়ক, নয়াপল্টন, ঢাকাঃ

বাংলাদেশ পুলিশ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ এর আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্থান সরকারের নিকট হইতে আয়বর্ধনমূলক প্রকল্প হিসাবে ইহা অনুমোদিত হয়। এর ভাড়া আয় সোসাইটির আয়ব্যয় হিসাবে দেখানো হয় যা দিয়ে সদস্যদের লভ্যাংশ পরিশোধ করা হয়। বর্তমানে মার্কেটে ৩৬৩টি দোকান রয়েছে এবং এতে প্রায় প্রত্যক্ষভাবে ১৫০০ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে এবং ব্যবসায়ীরা আয়কর, শুল্ক এবং ভ্যাট প্রদান করে জাতীয় অর্থনীতিতে অসামান্য অবদান রাখছে।

জোনাকী সিনেমা হলঃ

১৯৬৮ সালে সোসাইটির আয়বর্ধনমূলক প্রকল্প হিসাবে জোনাকী সিনেমা হল প্রতিষ্ঠা করা হয়। ঢাকার প্রথম শ্রেণীর সিনেমাহলগুলোর মধ্যে জোনাকী সিনেমা হল ছিল অন্যতম। ০৯-০৩-১৯৬৮ সালে সিনেমা হলটি চালু করা হয়। এর ভাড়া আয় সোসাইটির আয়ব্যয় হিসাবে দেখানো হয় যা দিয়ে সদস্যদের লভ্যাংশ পরিশোধ করা হয়। সুস্থ বিনোদনের মাধ্যমে এটি জাতীয় সংস্কৃতিতে ভূমিকা রাখছে তাছাড়া আবগারী শুল্ক ও আয়কর প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে অসামান্য অবদান রাখছে।

পলওয়েল পেট্রোল পাম্প রাজারবাগঃ

রাজারবাগ পুলিশ ব্যরাকের মোড়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্থান সরকারের পক্ষে সি এন্ড বি এর ডেপুটি সেক্রেটারীর নিকট হইতে ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, পূর্ব পাকিস্থান পলওয়েলের নামে পরিচালনার জন্য ১ টি পেট্রোল পাম্পের জায়গা গ্রহন পূর্বক সোসাইটির সেক্রেটারীর নিকট হস্তান্তর করেন। যাহা মালিবাগ পেট্রোল পাম্প নামে পরিচিত। ঢাকার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এই পেট্রোল পাম্প এর গুরুত্ব অপরিসীম। এর ভাড়া আয়

সোসাইটির আয়ব্যয় হিসাবে দেখানো হয় যা দিয়ে সদস্যদের লভ্যাংশ পরিশোধ করা হয়। ইহা আবগারী শুল্ক, আয়কর ও ভ্যাট প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে অসামান্য অবদান রাখছে।

পলওয়েল কারনেশন শপিং সেন্টার উত্তরাঃ

বাংলাদেশ পুলিশ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ এর আরেকটি লাভজনক বাণিজ্যিক উদ্যোগ পলওয়েল কারনেশন শপিং সেন্টার বা পলওয়েল কমপ্লেক্স-২। এটি ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কের পাশে উত্তরা মডেল টাউন সেক্টর ৮ এ অবস্থিত । এর ভাড়া আয় সোসাইটির আয়ব্যয় হিসাবে দেখানো হয় যা দিয়ে সদস্যদের লভ্যাংশ পরিশোধ করা হয়। বর্তমানে মার্কেটে ৩৪৫টি দোকান এবং ৮টি ওযান স্টপ মল রয়েছে এবং এতে প্রায় প্রত্যক্ষভাবে ২০০০ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে এবং ব্যবসায়ীরা আয়কর শুল্ক এবং ভ্যাট প্রদান করে জাতীয় অর্থনীতিতে অসামান্য অবদান রাখছে।

পলওয়েল আবাসন প্রকল্পঃ

বাংলাদেশ পুলিশ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ এর একটি আবাসিক ও কল্যান মূলক একটি উদ্যোগ হল পলওয়েল আবাসন প্রকল্প। এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করার জন্য ২০০৪ সালে পলওয়েল এর উদ্যোগে টঙ্গী পৌরসভার ১ নং ওয়ার্ডের দাড়াইল মৌজায় জমি ক্রয় করা হয়। বাংলাদেশের সমগ্র পুলিশ বাহিনীর কল্যাণের লক্ষ্যে প্রতিষ্টিত পলওয়েল বাংলাদেশের অন্যতম প্রাচীন সমবায় সমিতি। সঠিক পরিকল্পনায় এই আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে পলওয়েলের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে এবং একই সাথে প্রায় ২০০ পরিবারের আবাসন সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়েছে।

উপসংহার : সমিতির সাংগঠনিক, আর্থিক ও সামাজিক কার্যক্রম ও সমবায়ের আদর্শ ও মূলনীতি অনুসরন করে কাজ করার ফলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ পুলিশ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ জাতীয় সমবায় পুরস্কার প্রাপ্ত হন। সমবায়ের আদর্শ ও মূলনীতি অনুসরন করে বাংলাদেশ পুলিশ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

০৪. জনতা আদর্শ গ্রাম উন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

খুলনা শহরের উপকণ্ঠে ছায়াঘেরা মায়াভরা একটি গ্রাম যার নাম থুকড়া। দেশের আর দশটি গ্রামের মতো এখানকার মানুষের আর্থিক সংগতি ও জীবিকার ধরণ একইর কম। এই গ্রামের কয়েকজন কৃষক ও যুবকের প্রচেষ্টায় ১৯৮৪ সালে জনতা আদর্শ গ্রাম উন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ (মূল রেজি নং-৪/ডু; তারিখঃ ০৭/০৮/১৯৮৪, সংশোধিত রেজিঃ নং ৯/কে তারিখঃ ২৪/০১/২০০০) মূলে নিবন্ধিত এবং প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ১৬৩ জন। সমিতির সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও কৃষকের উৎপাদিত পণ্য সহজে বাজারজাতকরণের পাশাপাশি গ্রামের সার্বিক উন্নয়ন করার মানসে সমিতি গঠিত হয়।

চিত্রঃ সবজি খামার

সমিতির পরিশোধিত শেয়ার মূলধন ৪,৪৮,৬২,০০০/-টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমান ৫২,৫৪,২৩,৮৫৯/- টাকা এবং সমিতির ব্যাংক স্থিতির পরিমান ৪,৪৩,৫৫,০৭৩/- টাকা। সমিতির বর্তমান মোট কার্যকরী মূলধন ৩,৯৪,৫০,৮৪৪/ টাকা। সমিতির সদস্যদের মধ্যে মিতব্যয়ী, সঞ্চয়ী মনোভাব বৃদ্ধি, পরস্পরের সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টি, পারস্পারিক সহযোগিতা ও বিশ্বাস স্থাপন, নিজেকে আত্ম-নির্ভরশীল করে গড়ে তোলা, উৎপাদনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, লাভজনক বিনিয়োগ, সদস্যদের মধ্যে ঋণ দাদনের জন্য তহবিল সৃষ্টি এবং সার্বজনীনভাবে সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে জনতা আদর্শ গ্রাম উন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ এর ব্যবস্থাপনা কমিটি নিরলসভাবে ও গতিশীলতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

কর্মসংস্থানঃ সমিতিতে বর্তমানে স্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা ২২৭ জন। এছাড়াও কৃষি, মৎস্য স্কুল এবং গার্মেন্টস প্রকল্পে প্রায় ১০০০ জন লোকের স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

সম্পদ ও সম্পত্তি: সমিতির নিজস্ব জায়গায় একটি অফিস ভবন আছে। অফিস ভবনে হিসাব শাখা এবং ক্যাশ শাখা রয়েছে। সম্প্রসারিত ভবনে অন্যান্য কর্মচারীরা বসেন। সমিতির সদস্য এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির জন্য একটি নতুন মিলনায়তন নির্মাণ করা হয়েছে। সমিতির মোট স্থায়ী সম্পদ ৭৪.০৭ একর জমি এবং বর্তমান বাজার মূল্য ৭০ কোটি টাকার উর্ধ্বে।

ব্যবস্থাপনা কমিটির বিবরণ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	নির্বাচনের তারিখ
১.	জনাব প্রেমনাথ রায়	সভাপতি	০৫/০৮/২০১৯
২.	জনাব বি.এম আঃ রাজ্জাক	সহ-সভাপতি	
৩.	জনাব অমিয় কুমার মন্ডল	পরিচালক	
৪.	জনাব বি.এম আমজাদ হোসেন	পরিচালক	
৫.	জনাব কালিদাস ফকির	পরিচালক	ঐ
৬.	জনাব জি.এম বুলবুল আহমেদ	পরিচালক	
৭.	জনাব শেখ আব্দুর রউফ	পরিচালক	
৮.	জনাব জি.এম শামসুল হক	পরিচালক	
৯.	জনাব হিমাংশু কুমার রায়	পরিচালক	

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

সমিতির মাধ্যমে গ্রামের যাবতীয় সম্পদের ব্যবহার এবং তা কাজে লাগিয়ে প্রতিটি পরিবারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ সুগম করা;

- সমিতির যৌথসম্পদকে সঠিক প্রকল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে ধনী, দরিদ্রের ব্যবধান কমিয়ে আনা এবং একটি সুশৃঙ্খল সমাজ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- সদস্যদেরকে ঋণ দাদন করার জন্য মূলধন গঠন করা;
- সভ্যগণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- কোন ব্যক্তি বিশেষ, সরকার অথবা কোন সংস্থার নিকট হতে পাইকারী বিক্রয়ের আড়তদারী গ্রহণ অথবা কমিশন ভিত্তিতে এজেন্সি নেওয়া;
- সদস্যদের ও স্থানীয় জনসাধারণের কর্মসংস্থানের জন্য স্থানীয়ভাবে ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প কারখানা গড়ে তোলা।

সমিতির আর্থিক অবস্থা ও সার্বিক বিবেচনায় সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে বলা যায়।

বর্তমানে সমিতিতে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পগুলো হলোঃ

- ঋণ প্রকল্পঃ সদস্যদের মধ্যে মিতব্যয়ী, সঞ্চয়ী মনোভাব বৃদ্ধি এবং সদস্যদের মধ্যে ঋণ দাদনের জন্য তহবিল সৃষ্টি।
- জনতা কৃষি খামার প্রকল্পঃ সমিতির নিজেস্ব ২ একর জমির উপর বেগুন, লাউ, শাক-সবজি চাষ করা হয়, যা সম্পূর্ণ রাসায়নিক সার ও কীটনাশক মুক্ত।
- মৎস্য খামার প্রকল্পঃ সমিতির নিজস্ব ২৮.৬১ একর জমির উপর মৎস্য খামার নির্মাণ করে উন্নত পদ্ধতিতে মৎস্য চাষ করা হয় এবং ১০ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে।
- ভ্যান প্রকল্পঃ সমিতি থেকে নগদ টাকায় ভ্যান ক্রয় করে অসহায় দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করা হয়। ভ্যানের টাকা সহজ কিস্তিতে পরিশোধ করে পরবর্তীতে তারা ভ্যানের মালিক হয়ে যান। এ পর্যন্ত প্রায় ১১০০ ভ্যান চালক ভ্যানের মালিক হয়েছেন।
- জনতা ফিশ ফিড প্রকল্পঃ উক্ত প্রকল্পে সমিতি বিনিয়োগের মাধ্যমে সিটি গ্রুপ, প্যারাগন গ্রুপের ডিলারশিপ নিয়ে মৎস্য ও পোল্ট্রি ফিডের ব্যবসা করে মুনাফা করেছে।

- জনতা ভিলেজ সুপার/সমবায় মার্কেট ভবন প্রকল্পঃ সমিতি নিজস্ব অর্থায়নে ১০ শতক জমির উপর সমবায় মার্কেট নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।
- বৃক্ষরোপন প্রকল্পঃ সমিতির নিজস্ব ৪ একর জমির উপর ২,০০০ টি ফলজ ও বনজ বৃক্ষ রয়েছে।
- পিকনিক কর্ণার প্রকল্পঃ সমিতি ২০ একর জমির উপর একটি পিকনিক কর্নার স্থাপন করেছে।
- জনতা প্রি ক্যাডেট স্কুল প্রকল্পঃ ৩ বছর পূর্বে একটি অত্যাধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। যা 'জনতা প্রি-ক্যাডেট স্কুল' নামে প্রতিষ্ঠিত। উক্ত দ্বিতল স্কুল ভবনটি ১০ কক্ষ বিশিষ্ট। যেখানে ৪১০ জন শিক্ষার্থী, ৪৬ জন শিক্ষক-কর্মচারী রয়েছেন।
- জনতা গার্মেন্টস প্রকল্পঃ সমিতির এ প্রকল্পের ভবন এবং অফিস সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম মহোদয় ০৬/০৪/২০১৬ সালে উদ্বোধন করেন।
- জনতা সিমেন্ট এজেন্ট প্রকল্পঃ সমিতির একটি অতি লাভজনক প্রকল্প। সমিতি বসুন্ধরা গ্রুপের কিং ব্র্যান্ড সিমেন্টের ডিলার।
- কম্পিউটার ও ফটোকপি প্রকল্পঃ কম্পিউটার, ফটোকপি ও ডিজিটাল স্টুডিও পরিচালনার মাধ্যমে ০২ জন এর কর্মসংস্থান হয়েছে এবং সমিতি লাভবান হচ্ছে।
- জিকে ট্রেডার্স কনজিউমার (আটা ময়দা ও ভোজ্যতেল) প্রকল্পঃ উক্ত প্রকল্পে সমিতি সিটি গ্রুপের আটা, ময়দা ও ভোজ্য তেলের পরিবেশক। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে সমিতি মুনাফা অর্জন করেছে।

চিত্র: মৎস্য খামার

চিত্রঃ গার্মেন্টস

পুরস্কারঃ সমিতির সফলতার স্বীকৃতি স্বরূপ বহুবার খুলনা জেলার শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েছে। ১৯৮৯ জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি, ১৯৯১ ও ২০১৭ জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ সমবায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠতা সম্পাদক জনাব এস, এম, গোলাম কুদ্দুস; ২০০৯ সালে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে পুরস্কার পেয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর নিকট হতে জাতীয় সমবায় পুরস্কার গ্রহণ করছেন সমিতির পক্ষে জনাব এস এম গোলাম কুদ্দুস।

পরিশেষে বলা যায়, এ সমিতির সাফল্যে উজ্জীবিত হয়ে ডুমুরিয়া উপজেলায় অনেক সংখ্যক স্ব-উদ্যোগী ও আত্মনির্ভরশীল সফল সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এবং এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। এখন জনতা আদর্শ গ্রাম উন্নয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ অন্য সমবায় প্রতিষ্ঠানের কাছে অনুসরণীয়, অনুকরণীয় হয়ে খুলনা জেলায় তথা সারা বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

জনতা বনায়ন প্রকল্প পরিদর্শন করছেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব ড. মিহির কান্তি মজুমদার, নিবন্ধক জনাব মো. হুমায়ুন খালিদ। পাশে যুগ্ম-নিবন্ধকসহ এস, এম গোলাম কুদ্দুস।

থুকড়া এলাকায় আলোড়ন সৃষ্টিকারী জনতা প্রি-ক্যাডেট স্কুল এর বহুতলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট দ্বিতল ভবন।

মালয়েশিয়া সফর শেষে ফিরে এলে সমিতির কার্যালয়ে এস, এম গোলাম কুদ্দুসকে কর্মচারীদের পক্ষথেকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন।

জনতা ফিসারিজ এন্ড ডেইরি ফার্ম পরিদর্শন শেষে সমবায় পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব, সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক, অতিরিক্ত নিবন্ধক মহোদয়গণসহ এসএম গোলাম কুদ্দুস

০৫. সুনই মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিঃ

হাওরের জনপদ সুনামগঞ্জ জেলার মেঘালয়ের পাদদেশ ঘেষে ধর্মপাশা উপজেলা। সেই উপজেলায় সুনীল হাওরের বুকে মাঝে মাঝেই রয়েছে সবুজ পান্নার মতো ছোট ছোট গ্রাম। এই গ্রামগুলোতে বংশ পরম্পরায় জলপুত্রদের নিবাস। তাঁরা হাওর, বিল, নদীর বুক সেচে তুলে আনে রুপোলি মাছ। এই মাছ হাটে বিক্রয় করে তাদের পরিবারের ক্ষুন্নি নিবারণ হয়, পড়নে বসন উঠে। হাওরের উদ্দাম ঢেউয়ের সাথে যুদ্ধ করে একবার পরাস্ত হয়, আবার ফিনিক্স পাখির মতো জেগে উঠে দুর্দমনীয় এই জলপুত্রেরা। কিন্ত যে জলশস্যে তাদের জীবিকা নির্বাহ হয়, সেই শস্যে ভাগ বসায় প্রভাবশালী মহাজনেরা। তাঁরা অধিকার হারিয়ে বিপর্যস্থ হয়ে পড়ে। এই জলপুত্রদের বাঁচাতে সদাশয় বাংলাদেশ সরকার প্রণয়ন করে সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯। নীতিমালা অনুসারে শুধুমাত্র মৎস্যজীবীরাই সমবায় সংগঠন নিবন্ধন করে সরকারি জলমহাল ইজারা নিতে পারবে। এই নীতির ফলে আশার সূর্য উঁকি দেয় জেলে পল্লীগুলোতে। আশায় বুক বাধে তাঁরা। মৎস্যজীবীরা একত্রিত হয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সমবায় সংগঠন গঠন করে ও জলমহাল ইজারা নিতে তৎপড় হয়। বাদ পড়েনি সুনই গ্রামের মৎস্যজীবীরাও।

বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো ধর্মপাশার সুনই গ্রামের মৎস্যজীবীরা সুনই মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি. গঠণ হরে এবং জেলা সমবায় কার্যালয়, সুনামগঞ্জ হতে নিবন্ধন লাভ করে। সমিতির নিবন্ধন নম্বর-২৫৯৬, তারিখ : ০৪/০৫/১৯৭৬ খ্রি. এবং সংশোধিত নিবন্ধন নম্বর- ২৫৯৬/১(১), তারিখ : ০৬/০৩/২০১২ খ্রি.। সমিতির ঠিকানা, গ্রাম : সুনই, পো : পাইকুরাটি, উপজেলা : ধর্মপাশা, জেলা : সুনামগঞ্জ। সুনই মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি. এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা **২১** জন। **সমিতির শেয়ার মূলধন ৭৭,০০০/- টাকা, সঞ্চয় আমানত ৭৮,৩০০/- টাকা** ও **জলমহালে বিনিয়োগ ৪৫,১৩,৫৭২/- টাকা**।

সরকারি নিয়মানুসারে সুনই মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লি. এর সদস্যরা তাদের গাঁ ঘেষা **"মনাই নদী প্রকাশিত সুনই নদী"** জলমহালটি দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ১৪২২-১৪২৭ বাংলা সন মেয়াদে ইজারা নিতে ভূমি মন্ত্রণালয়ে আবেদন করে। বহু ঘাত প্রতিঘাতের পথ পেড়িয়ে অবশেষে তাঁরা জলমহালটি ইজারা লাভ করে। জলমহালটি ইজারা নিয়ে তাঁরা জলমহালটির উন্নয়নে তাঁরা দলকাটাবাশ স্থাপন করে, মা ও পোনা মাছের আবাস তৈরী করে, জলমহালটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পাহারাদার নিয়োগ করে, নিয়মিত জলমহালটির খাজনা পরিশোধ করে। নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে জলমহালটি তাঁরা ফিসিং করেছে। ফিসিং লব্দ অর্থ দিয়ে সমিতির সদস্যদের মধ্যে লভ্যাংশ বন্টন করা হয়েছে, সঞ্চয়ের সুদ পরিশোধ করা হয়েছে। জলমহালটির রক্ষণাবেক্ষণ ও ফিসিং খাতে সমিতির সদস্য ছাড়াও বিভিন্ন গ্রামের মৎস্যজীবীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। সমিতির তহবিল হতে সমিতির সদস্যদের জন্য গ্রামের উপসনালয় সংস্কার হয়েছে।সমিতিটি নিয়মিত মাসিক সভা, বার্ষিক অডিট সম্পাদন করায়, বার্ষিক সাধারণ সভানুষ্ঠান করে এবং নিয়মিত নির্বাচন সম্পন্ন করে। এই কর্মকান্ডের স্বীকৃতি আসে ২০১৮ খ্রি. সালে। বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় পুরষ্কার'২০১৮ পদকে ভূষিত হয় সমিতিটি। জেলেপল্লীতে একটি উৎসবের উপলক্ষ তৈরী হয়। নিরানন্দ জেলে জীবনে এ এক অসামান্য পাওয়া। দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত থেকে স্বর্ণপদক গ্রহণ করে সমিতির প্রতিনিধি। সদস্যরা আনন্দে আপ্লুত হয়ে সমবায় বিভাগের প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন অকুণ্ঠ চিত্তে।

এই সাফল্যের পিছনে আছে কিছু হতাশার গল্প। জলমহালটির বার্ষিক ইজারামূল্য (মূল খাজনা) ২০,২০,৫৫০/- টাকা। এর উপর ২০%(১৫% ভ্যাট + ৫% উৎসকর) দিতে হয়, তাছাড়া ডিসি ওয়েলফেয়ার ফান্ড রয়েছে। দরিদ্র

জেলেদের তহবিল সংকটের কারণে দেনা করতে হয়। জলমহালের লভ্যাংশের সিংহভাগ চলে যায় দেনা পরিশোধে। ফলে সমিতির সদস্য শতভাগ দারিদ্র বিমোচন সম্ভবপর হয়নি। মরার উপর খাড়ার ঘাঁ হলো, সমিতির একজন সদস্য গ্রাম পুলিশ হিসাবে পাইকুরাটি ইউনিয়ন পরিষদে যোগদান করায়, তাঁর পেশা পরিবর্তনজনিত কারণে সমিতির স্বার্থে তাঁর সদস্যপদ বাতিল করা হয়। কারণ একজন অমৎস্যজীবী সদস্য সমিতিতে থাকলে সমিতির জলমহাল ইজারা বাতিল হয়ে যায়। সমিতিকে কাবু করে জলমহালে ভাগ বসানোর লক্ষ্যে সেই সদস্যকে নিয়ে একটি মহাজনী চক্র সমিতির বিরুদ্ধে মাননীয় হাইকোর্ট ডিভিশনে রিট পিটিশন দায়ের করে সমিতিকে আইনী হয়রানিতে রেখেছে।

মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির জলমহালপ্রকল্পের বিপরীতে সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ সুবিধার ব্যবস্থা করে দেয়া হলে, সমিতির সদস্যদের শতভাগ দারিদ্র বিমোচন করা সম্ভব হবে। এ বিষয়ে সরকারি নীতিনির্ধারণ মহল বিবেচনায় আনলে, জেলেদের জীবনমান উন্নয়ন প্রকৃত অর্থেই সম্ভব হবে।

০৬. কনফিডেন্স সেভিংস এন্ড ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

রংপুর জেলায় সিটি কর্পোরেশন এলাকার কোতোয়ালী থানার উপশহরে বাসিন্দা ও অবসরপ্রাপ্ত সেনা সদস্যগণ মিলে ২০১৩ খ্রিঃ সনে ২০ জন সদস্য নিয়ে কনফিডেন্স সেভিংস এন্ড ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ নামে একটি সমিতি নিবন্ধন করে। উক্ত সমবায় সমিতিটি জেলা সমবায় অফিসার, রংপুর মহোদয় কর্তৃক নিবন্ধন নং-৯৯, তারিখঃ ০৭/০৮/২০১৩ মূলে নিবন্ধন প্রাপ্ত হয়।

সমিতির ঠিকানাঃ

গ্রাম-পীরজাবাদ, ডাক-উপশহর, উপজেলা-রংপুর সদর, জেলা-রংপুর।
সমিতির সভ্য নির্বাচনী ও কর্ম এলাকাঃ সমগ্র রংপুর জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ।
সমিতির সদস্য সংখ্যাঃ ৩৬৩ জন।

সমিতি গঠনের উদ্দেশ্যঃ

সমিতির সদস্যদের শেয়ার মূলধন ও সঞ্চয় আমানতের মাধ্যমে মূলধন গঠনপূর্বক তাঁদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধনসহ স্থানীয় সদস্যদের আবাসানের ব্যবস্থা করা, কৃষি পন্য উৎপাদন ও চাহিদা পুরণের জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহন ও বাস্তবায়ন করারই সমিতি গঠনের মূল উদ্দেশ্য।

সমিতির মূলধনঃ

মোট আদায়কৃত সঞ্চয় আমানত ৬৯,৭৪,১৫০.০০ টাকা পরিশোধিত শেয়ার মূলধন ৩০,৪২,৭৫০.০০ টাকা, অনান্য মূলধন ১০৯,৫০,০০০.০০ টাকা, কার্যকারী মূলধন ২,১৩,৬৩,০৩৪.০০ টাকা।

কার্যক্রমঃ

ঋণ কার্যক্রমঃ সমিতির সদস্যদের আর্থিক ভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য সমবায় সমিতি আইন ও বিধি মোতাবেক ঋণ প্রদান করা হয়। ঋণ গ্রহন করে অনেক সদস্য স্বাবলম্বী হয়েছে।

দোকান/শোরুমঃ

সমিতির অর্থায়নে রংপুর সদর উপজেলার নজিরের হাট এলাকায় একটি শোরুম রয়েছে। সেখানে টিভি, ফ্রিজ, ফ্যান, প্রেসার কুকার, কারিকুকার, গ্যাসের চুলা, বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় ইলেকট্রনিক্স পন্য পাওয়া যায়। নগদ অর্থে অথবা সহজ কিস্তিতে পন্য বিক্রয় করা হয়।

কনফিডেন্স টাওয়ারঃ

সমিতির অর্থায়নে রংপুর ক্যান্টলমেন্ট এর ০৩ নং চেক পোষ্ট সংলগ্নে উপশহর এলাকায় ১৮ শতাংশ জায়গায় ০৫ তলা বিশিষ্ট একটি ভবন নির্মান করছে।

খামার প্রকল্পঃ

সমিতির উদ্যোগে ১০ শতাংশ জমি ক্রয় করা হয়েছে। সেখানে গরুর এবং ছাগলের খামার প্রস্তুত করা হবে (কার্যক্রম চলমান)।

ব্যবস্থাপনাঃ

০৯ সদস্য বিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা কমিটি দ্বারা সমিতির কাযক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ব্যবস্থাপনা কমিটি সমবায় আইন ও বিধি মোতাবেক মাসিক সভাসহ অনান্য সভায় মিলিত হচ্ছে।

প্রশিক্ষনঃ

সমিতির ০৩ জন সদস্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে রংপুর আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষায়তনে প্রশিক্ষন গ্রহন করছে। এ ছাড়া রংপুর সদর উপজেলায় অনুষ্ঠিত ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষনে একাধিক সদস্য অংশগ্রহন করেছে।

সামাজিক/সেবামূলক কার্যক্রমঃ

সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি সামাজিক কাযক্রম যেমন বৃক্ষ রোপন, সদস্যদের সন্তানদের মাঝে শিক্ষা বৃত্তি, বিবাহের সময় বোনাস প্রদান, বাল্য বিবাহ প্রদানে বিভিন্ন সেমিনার, ঈদের সময় দুস্ত সদস্যদের মাঝে সেমাই ও চিনি বিতরণ, বিভিন্ন দূর্যোগের সময় অনুদান প্রদান করে থাকে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সম্মানিত সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, জনাব মোঃ রেজাউল আহসান মহোদয় ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম বুলবুল মহোদয় রংপুরের ত্রাণ কার্যক্রম ও রংপুর জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কোভিড-১৯ এর সার্বিক বিষয়ে মতবিনিময় সভা করেন। সভা শেষে রংপুর সদর উপজেলা কর্তৃক উদ্বুদ্ধ করা কনফিডেন্স সেভিংস এন্ড ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোঃ লিঃ এর নিজস্ব অর্থায়নে দুস্থ অসহায় কর্মহীন ৫০০ মানুষের মাঝে একটি পরিবারের ৭ দিন চলার জন্য ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের উদ্বোধন করেন। প্রতি পেকেটে ছিল চাল ০৫ কেজি, ডাল ০৫ কেজি, আলু ০৫ কেজি, তৈল ০১ কেজি, সাবান ০১ টি, লবন ০১ কেজি। সেই সাথে মাঠ পর্যায়ে কাজ করার জন্য উপজেলা সদরের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে পিপি প্রদান করেন।

কর্মকর্তা কর্মচারীঃ

সমিতির নিজস্ব অর্থ বিনিয়োগ পূর্বক বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পে মোট ১৫ জন সদস্য বর্হিভূত কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে। যার ফলে সমিতিটি বেকারত্ব দূরীকরণের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে।

অফিসঘরঃ

কনফিডেন্স সেভিংস এন্ড ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ এর উপশহর এলাকায় নজিরের হাটে ভাড়াকৃত অফিস ঘর রয়েছে। তবে অতি শিঘ্রই কনফিডেন্স টাওয়ারের কাজ শেষ হলে সেখানে অফিসঘর স্থাপন করবে।

০১. পাওয়ার মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ

০১। সমিতির নাম ঃ পাওয়ার মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ।

০২। নিবন্ধন নং ও তারিখ (সংশোধনী সহ) ঃ নং- ৩৭ তারিখ ঃ **১৩-০৮-২০০৬**

সংশোধিত নং- ০৪ তারিখ ঃ **১৫-০২-২০১১**

০৩। ঠিকানা ঃ গ্রাম ঃ মুন্সীর বাজার, ডাক ঘরঃ কাফুরা, উপজেলা ঃ ফরিদপুর সদর, **জেলা ঃ ফরিদপুর।**

০৪। কর্ম এলাকা (সংশোধনী সহ) ঃ সমগ্র ফরিদপুর জেলা ব্যাপী।

০৫। সদস্য সংখ্যা **ঃ ২২৫৩ জন**।

ক) পুরুষ ঃ ১৪৯৮ জন

খ) **মহিলা ঃ ৭৫৫ জন** ।

০৬। ব্যবস্থাপনা কমিটির তথ্য ঃ

নাম	পদবী	নির্বাচনের মেয়াদ	মোবাইল নং
জনাব এস, এম, মোরাদ হোসেন	সভাপতি	১৯/০৮/২০২০খ্রিঃ	০১৭১৪-৮১৫৮২৮
জনাব মোঃ আনিসুর রহমান	সহ-সভাপতি	,,	
জনাব আব্দুল্লাহ আল মাসুম	সম্পাদক	,,	০১৭১২-৪২৯০৯৩
জনাব মোঃ ইমরান খাঁন	সদস্য	,,	
জনাব মোছাঃ সুফিয়া বেগম	সদস্য	,,	
জনাব স্বপ্না সুলতানা	সদস্য	,,	
জনাব মোহাম্মাদ তানভীর ইসলাম	সদস্য	,,	
জনাব মোঃ জিহাদ মোল্ল্যা	সদস্য	,,	

০৭। আদায়কৃত শেয়ার মূলধন ঃ ২৪২৪০০০/- টাকা।

০৮। আদায়কৃত সঞ্চয় আমানত ঃ ৪,৯৩,৭৮,০০০/- টাকা।

০৯। কার্যকরী মূলধন ঃ ৫,৩৪,৬২,৩৮৬/- টাকা।

১০। অডিট ফি ঃ

ক) ২০১৭-২০১৮ ঃ ১০,০০০/- টাকা।

খ) ২০১৮-২০১৯ ঃ ১০,০০০/- টাকা।

১১। সি ডি এফ প্রদান ঃ

ক) ২০১৭-২০১৮ ঃ ৮৫৩২/- টাকা

খ) ২০১৮-২০১৯ ঃ ১৫০৫৪/- টাকা।

১২। লভ্যাংশ প্রদান ঃ

ক) ২০১৭-২০১৮ ঃ ২০০০০০/- টাকা

খ) ২০১৮-২০১৯ ঃ ১৫০৫৪/- টাকা

১৩। কর্ম সংস্থান ঃ

ক) মোট কর্মচারীর সংখ্যা ঃ ১৪ জন

খ) স্ব-কর্মসংস্থান ঃ ২০৫০ জন

১৪। সমিতির সম্পত্তির বিবরণ ঃ

ক) স্থাবর (বিবরণ ও বর্তমান বাজার মূল্য) ঃ ৯২,৪৯,৭০০/- টাকা

খ) অস্থাবর ঃ ঃ ১৬,৯৩,৯০১/- টাকা

১৫। সমিতিতে বর্তমান উন্নয়ন প্রকল্প ঃ ঋণ কার্যক্রম প্রকল্প, কৃষি প্রকল্প, বৃক্ষ রোপন প্রকল্প, বিপনী বিতান, গাভি পালন।

১৬। বিনিয়োগের পরিমান ঃ ৫,৩০,৮৮,১৪৭/- টাকা

১৭। বিনিয়োগের ধরন ঃ ঋণ কার্যক্রম প্রকল্প, কৃষি প্রকল্প, বৃক্ষ রোপন প্রকল্প, বিপনী বিতান, গাভী পালন।

১৮। সমিতিতে হিসাব রক্ষন পদ্ধতি ঃ আধুনিক।

১৯। উৎপাদিত পণ্যের তথ্য ঃ ঃ মাছ, কৃষি পন্য, বৃক্ষ দুধ, গরু মোটাতাজাকরণ।

২০। নতুন কোন প্রকল্প গ্রহণের সুযোগ আছে এমন প্রস্তাবনা ঃ গাভীর খামার

উপসংহারঃ সদস্যদের নিকট হতে সঞ্চয় আমানত গ্রহণ ও শেয়ার বিক্রি করে পুঁজি গঠন এবং উক্ত পুঁজি দ্বারা সদস্যদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে একটি শক্তিশালী বিনিয়োগ গঠনের মাধ্যমে বহুমূখী উৎপাদন ও বিপন করতঃ সদস্যদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও সদস্যদের মাঝে পরস্পর সমবায়ীমূলক সর্ম্পক গড়ে তোলা।

০২. অনিবার্ন মৎস্যচাষী সমবায় সমিতি লিঃ

০১) রেজি নং ও তারিখঃ ১৪৬/১৪, তারিখঃ ২৪/১২/২০১৪ ইং।
০২) ঠিকানাঃ গ্রামঃ খলেয়া গঞ্জিপুর, ডাকঃ খলেয়া, উপজেলাঃ গংগাচড়া, জেলাঃ **রংপুর**।
০৩) সদস্য নংঃ ৩৫৭ জন।
০৪) শেয়ার মূলধনঃ ৪০৭৭৫০০/- টাকা।
০৫) সঞ্চয় আমানতঃ ৭৬৯২২৫৯/- টাকা।
০৬) কার্যকরী মূলধনঃ ১২৮৩৫৯৩৫/- টাকা।

একটি নির্দিষ্ট আদর্শিক দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের উপর ভিত্তি করে এর সদস্যদের আর্থিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন আয় উপার্জনমূলক কর্মকান্ডে অঙ্গীকারবদ্ধ। সম্মিলিতভাবে সংগঠনের আওতায় সমবায়ের মাধ্যমে সদস্যগনের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নসহ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো যা প্রতিপালন করার প্রচেষ্টা অব্যহত রেখেছে।

জাতীয় সমবায় পুরস্কার-২০১৭ঃ

মৎম্যজীবী/মৎম্যচাষী ক্যাটাগরীতে নির্বাচিত হয়ে মাননীয় প্রধামমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট থেকে পুরুস্কার প্রাপ্ত হয়।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

১। মাছের অধিক উৎপাদনের জন্য এবং খরা ও অতিবৃষ্টি থেকে মৎস্য উৎপাদনকে রক্ষার লক্ষ্যে যৌথভাবে পানি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।
২। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিতপূর্বক মৎস্যচাষের নিবিরতা ব্রদ্ধি করিয়া সমিতির কর্ম এলাকা সার্বিক মৎস্য উৎপাদন ব্রদ্ধি করা।
৩। সভ্যগনের সমবায় নীতি ও আদর্শ বিষয়ে শিক্ষ ও প্রশিক্ষন দিয়ে পারস্পারিক সহযোগিতার মাধ্যমে সংঘঠন ভিত্তিক পরিকল্পিত জীবন সংগ্রামে উদ্বদ্ধ করা।
৪। আধুনিক মৎস্যচাষ উপকরন সংগ্রহ, সরবরাহ ও ব্যবহার বিষয়ে সভ্যগনকে শিক্ষা, প্রশিক্ষন ও সহযোগিতা প্রদান।
৫। ব্যাক্তিগতভাবে সভ্যগনকে এবং সমষ্টিগতভাবে সংঘটনকে অর্থীনতিক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী কওে তোলার জন্য সভ্রগনের নিয়মিত সঞ্চয় ও সীমিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্পদ সংঘটনের মাধ্যমে সংঘটিত করে মূলধন গঠন ও মূলধনের সঠিক ব্যবহার করে তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরন।।
৬। মৎস্য উৎপাদন ও বাজার বিষয়ক তথ্যাবলি আদান প্রদান করা যাতে সদস্যগণ মৎস্য উৎপাদনে যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহন করতে পারে। সদস্যদেরকে আবহাওয়া দূর্যোগ সম্পর্কে আগাম বার্তা বা সতর্কবার্তা পদান করিয়া যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা ৭। মাছের অধিক উৎপাদনের জন্য এবং খরা ও অতিবৃষ্টি থেকে মৎস্য উৎপাদনকে রক্ষার লক্ষ্যে যৌথভাবে পানি ব্যাবস্থাপনা নিশ্চিত করা ।
৮।ক্ষুদ্র সম্প্রসারন, পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সদস্যদের আধুনিক ও লাগসই পদ্বতির মৎস্যচাষ উন্নত ও গুনগত মানসম্পন্ন মৎস্য বীজ ও পোনা ব্যাবহার, পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার করা, উন্নত পুকুর/ খামার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্বি করা এবং উৎপাদিত মৎস্য ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পন্য সামগ্রির বাজার সংযোগ সৃষ্টি ও বাজারজাত করা
৯। সমিতির মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্বির প্রয়োজনে অত্যাধুনিক পানি পরিক্ষা কিট সহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও উপকরন সংগ্রহ ও রক্ষনাবেক্ষন করে সদস্যদের সেবায় সুলভমূল্যে ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করা।

০৩. আল-আমিন সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ

যশোর জেলার শার্শা উপজেলার উপকণ্ঠে ছায়াঘেরা মায়াভরা একটি গ্রাম যার নাম বাগআঁচড়া বাজার। দেশের আর দশটি গ্রামের মতো এখানকার মানুষের আর্থিক সংগতি ও জীবিকার ধরণ একই রকম। সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর "আমার যুবক ভাইরা, আমি কো-অপারেটিভ করতে যাচ্ছি গ্রামে গ্রামে এর উপর বাংলার মানুষের বাঁচা-মরা নির্ভর করবে" উক্তি টি সফলভাবে ধারণ করে এই গ্রামের কয়েকজন কৃষক ও যুবকের প্রচেষ্টায় ২০১৩ সালে আল আমিন সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ (রেজি নং-২৫/জে; তারিখঃ২৮ /০২/২০১৩) মূলে নিবন্ধিত এবং প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ২৫৬২ জন। সমিতির সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও কৃষকের উৎপাদিত পণ্য সহজে বাজারজাতকরণের পাশাপাশি গ্রামের সার্বিক উন্নয়ন করার মানসে সমিতি গঠিত হয়।

সমিতির পরিশোধিত শেয়ার মূলধন ৪২,৯৫,৭০০/- -টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ২,৪৪,১৬,৮২০/- টাকা এবং সমিতির ব্যাংক স্থিতির পরিমাণ ৫,৭৬,৭০১.৮৬/-টাকা। সমিতির বর্তমানে মোট কার্যকরী মূলধন ৩,১৪,৮৮,২৭২/-টাকা। সমিতির সদস্যদের মধ্যে মিতব্যয়ী, সঞ্চয়ী মনোভাব বৃদ্ধি, পরস্পরের সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টি, পারস্পারিক সহযোগিতা ও বিশ্বাস স্থাপন, নিজেকে আত্ম-নির্ভরশীল করে গড়ে তোলা, উৎপাদনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, লাভজনক বিনিয়োগ, সদস্যদের মধ্যে ঋণ দাদনের জন্য তহবিল সৃষ্টি এবং সার্বজনীনভাবে সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে আল আমিন সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ এর ব্যবস্থাপনা কমিটি নিরলসভাবে ও গতিশীলতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

কর্মসংস্থানঃ সমিতিতে বর্তমানে স্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা ২০ জন। এছাড়াও কৃষি, মৎস্য এবং গবাদিপশু পালন ও পোলট্রি খামার প্রকল্পে প্রায় ৩২৫ জন লোকের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

সম্পদ ও সম্পত্তি: সমিতির নিজস্ব জায়গায় একটি অফিস ভবন নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সমিতির মোট স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির বর্তমান বাজার মূল্য ৪,৪৮,৩৭৭/-টাকা।

ব্যবস্থাপনা কমিটির বিবরণ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	নির্বাচনের তারিখ
১.	জনাব মাওলানা মশিয়ার রহমান	সভাপতি	২১/০২/২০১৮
২.	জনাব মুফতি আতাউর রহমান	সহ-সভাপতি	ঐ
৩.	জনাব মোঃ ফারুক হোসেন	সম্পাদক	
৪.	জনাব মোঃ ইউনুস আলী	সদস্য	
৫.	জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম	সদস্য	
৬.	জনাব মোঃ ফারুক হোসেন	সদস্য	

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- সমিতির মাধ্যমে গ্রামের যাবতীয় সম্পদের ব্যবহার এবং তা কাজে লাগিয়ে প্রতিটি পরিবারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ সুগম করা;
- সমিতির যৌথসম্পদকে সঠিক প্রকল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে ধনী, দরিদ্রের ব্যবধান কমিয়ে আনা এবং একটি সুশৃঙ্খল সমাজ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- সদস্যদেরকে ঋণ দাদন করার জন্য মূলধন গঠন করা;
- সভ্যগণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- সদস্যদের দারিদ্র বিমোচন ও স্থানীয় জনসাধারণের কর্মসংস্থানের জন্য স্থানীয়ভাবে যে কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা। সমিতির আর্থিক অবস্থা ও সার্বিক বিবেচনায় সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে বলা যায়।

প্রকল্পঃ বর্তমানে সমিতিতে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পগুলো নিম্নরুপ:

- ঋণ প্রকল্পঃ সদস্যদের মধ্যে মিতব্যয়ী, সঞ্চয়ী মনোভাব বৃদ্ধি এবং সদস্যদের মধ্যে ঋণ দাদনের জন্য তহবিল সৃষ্টি।
- কৃষি খামার প্রকল্প।
- মৎস্য খামার প্রকল্প।
- পরিবহন ঋণ প্রকল্প।
- দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প।

চিত্রঃ সমিতির নিজস্ব তহবিল হতে প্রশিক্ষিত যুবকদের আত্ম-কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে ঋণের চেক বিতরণ করা হচ্ছে।

সামাজিক কর্মকান্ডঃ

- **দুস্থ সদস্যদের আর্থিক সহযোগিতা প্রদানঃ** বৈশ্বিক মহামারী করোনা ভাইরাস এর প্রাদুর্ভাবে মানুষ যখন দিশেহারা, ঠিক তখনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার আহবানে সাড়া দিয়ে আল-আমিন সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ স্থানীয় জন প্রতিনিধি ও সামাজিক ব্যক্তিত্বদের সাথে নিয়ে ১৫০ জন গরীব অসহায়দের মাঝে জন প্রতি ১০ কেজি চাউল, ২ কেজি ডাউল, ১ কেজি তেল, ১ টি লাক্স সাবান, ২ কেজি পেয়াজ ও ২ কেজি আলু ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করে। সমিতির পক্ষ থেকে করোনাকালে প্রায় ৩০০ মাস্ক বিতরণ করা হয়।
- **শিক্ষা উপকরণ প্রদানঃ** গরীব বাচ্চাদের এককালীন নগদ টাকা, স্কুল ব্যাগ জামা জুতা, খাতা ও কলম প্রদান করা হয়।
- **বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রতিরোধঃ** সমিতিটি প্রতি বছর বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে সহযোগিতা ও প্রণোদনা দিয়ে থাকে।
- **শীতবস্ত্র ও ত্রাণসামগ্রী বিতরণঃ** সমিতির নিজস্ব তহবিল থেকে শীতকালে অসহায়দের মাঝে ৩২০ পিচ উন্নতমানের কম্বল, নগদ টাকা ও সেমাই চিনি বিতরণ করা হয়।

চিত্রঃ সমিতির নিজস্ব তহবিল হতে করেনাকালীন সময়ে ত্রাণ বিতরণের খন্ডচিত্র।

এছাড়া ডেঙ্গু সচেতনতায় স্প্রে ও লিফলেট বিতরণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ১৭ মার্চ মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

পুরস্কারঃ সমিতির সফলতার স্বীকৃতি স্বরূপ বহুবার যশোর জেলার শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতি হিসেবে পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েছে।

চিত্রঃ বিভিন্ন সামাজিক কাজে অবদান রাখার স্বীকৃতি স্বরুপ মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব শেখ আফিল উদ্দিন, এমপি, যশোর-১ এর নিকট থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন জনাব মোঃ ফারুক হোসেন, সম্পাদক।

পরিশেষে বলা যায়, এ সমিতির সাফল্যে উজ্জীবিত হয়ে শার্শা উপজেলায় অনেক সংখ্যক স্ব-উদ্যোগী ও আত্মনির্ভরশীল সফল সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এবং এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। এখন আল আমিন সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ অন্য সমবায় প্রতিষ্ঠানের কাছে অনুসরণীয়, অনুকরণীয় হয়ে যশোর জেলায় তথা সারা বাংলাদেশের উন্নয়নে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

০৪. ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট ইসলামী (ঠউও) বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ।

০১। সমিতির নাম ও ঠিকানা ঃ ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট ইসলামী (VDI) বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ।
গ্রাম ঃ কয়রা পাড়া, ডাক ঃ লুনেরশ্বর,
উপজেলাঃ মোহনগঞ্জ, **জেলাঃ নেত্রকোণা।**

০২। সমিতির নিবন্ধন নম্বর ও তারিখ	ঃ	নিবন্ধন নং-১০১, তারিখ- ০৬/০৭/২০০৯ খ্রি.।
০৩। সমিতির সদস্য সংখ্যা	ঃ	২০৫ জন।
০৪। সমিতি অন্য কোন সমিতির সদস্য হলে তার নাম	ঃ	অন্য কোন সমিতির সদস্য নয়।
০৫। অংশগত মূলধন (লক্ষ টাকায়)	ঃ	১.৯৯ টাকা।
০৬। সঞ্চয় আমানত (লক্ষ টাকায়)	:	১৭১.০১ টাকা।
০৭। সংরক্ষিত ও অন্যান্য তহবিল	ঃ	০.৫৬ টাকা।
০৮। কার্যকরী মূলধন (লক্ষ টাকায়)	ঃ	১৭৩.৫৬ টাকা।
০৯। ঋণ কার্য ক্রম (লক্ষ টাকায়)	ঃ	দাদন ১৬.১৭ টাকা।
১০। সম্পদ (লক্ষ টাকায়)	ঃ	-
১১। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে নীট লাভ	ঃ	০.১৪ (লক্ষ) টাকা।
১২। বিগত ৫ বছরে বিতরণকৃত লভ্যাংশ	ঃ	০.৯৫ (লক্ষ) টাকা।
১৩। সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য	ঃ	সদস্যদের মধ্যে ঐক্যবোধ সৃষ্টি ও সঞ্চয়ের মনোভাব গড়ে তোলা এবং সদস্যদের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন এবং জনকল্যাণমূলক কাজ বাস্তবায়ন ।

১৪। সমিতির মাধ্যমে সদস্যগণ কিভাবে উপকৃত হচ্ছেন ঃ

লাভজনক প্রকল্প গ্রহন ও বাস্তবায়ন করতঃ সমিতির লাভ অর্জন এবং সদস্যদের মধ্যে লভ্যাংশ বন্টনের মাধ্যমে সদস্যদের অর্থনৈতিক স্বচ্চলতা বৃদ্ধি,সদস্যদের মধ্যে ঐক্যবোধ সৃষ্টি,সঞ্চয়ী মনোভাব সৃষ্টি ও উৎপাদনমূখী কাজে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। পরিবার পরিকল্পনা গ্রহন ও যৌতুক বিরোধী মানোভাব সৃষ্টির মাধ্যমে সামাজিক অবস্থান সুদৃঢ় হচ্ছে।

বরাট পল্লী ফ্রেন্ডশীপ বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ

গ্রাম/স্থানঃ বরাট, পোঃ মাধাইয়া বাজার, দেবিদ্বার, **কুমিল্লা।**

০২। সমিতির নিবন্ধন নং ও তারিখ: ২৫৮, তারিখঃ ১০/০৬/২০০৯ইং

০৩। ব্যবস্থাপনা কমিটির নাম ও পদবীঃ

ক্রঃ নং	নাম	পদবী
০১	জনাব সেলিনা মজুমদার	সভাপতি
০২	জনাব আলী আশ্রাফ	সহ-সভাপতি
০৩	জনাব রাবেয়া আক্তার	সম্পাদক
০৪	জনাব মোঃ ফজুল হক	সদস্য
০৫	জনাব মোঃ রুহুল আমিন	সদস্য
০৬	জনাব ফিরোজ আহম্মদ	সদস্য

৪। সমিতিতে সরাসরি কর্মরত :

ক) পুরুষ : ১২জন।
খ) মহিলা : ০১জন।
সর্বমোট: ১৩জন।

৫। সমিতির মাধ্যমে আত্ব-কর্মসংস্থান :

ক) পুরুষ : ৫৫৭০জন।
খ) মহিলা : ৩১২৫জন।
সর্বমোটঃ ৮৬৯৫জন।

৬। সমিতির সদস্য সংখ্যা : ৩৮৪ জন।

ক) পুরুষ : ২৫০ জন।
খ) মহিলা : ১৩৪ জন।
মোট : ৩৮৪জন

০৭। বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহঃ

ক) সঞ্চয় প্রকল্প।
খ) বিনিয়োগ প্রকল্প।
গ) বিউটি পালার।
ঘ) মৎস্য প্রকল্প।

০৮। সমিতির অংশগত মূলধন (লক্ষ টাকায়) : ০.৪৮ টাকা।
০৯। আমানত (লক্ষ টাকায়) : ১১৮.৮৫ টাকা।
১০। সংরক্ষিত ও অন্যান্য তহবিল (লক্ষ টাকায়) : ০.৪৩ টাকা।
১১। কার্যকরী মূলধন (লক্ষ টাকায়) : ১৪৭.৯৬ টাকা।
১২। ঋণ কার্যক্রম (লক্ষ টাকায়) :
ক) ঋন দাদন (লক্ষ টাকায়) (ক্রমপুঞ্জিভূত) : ৩৩৫.৬৮ টাকা।
খ) ঋন আদায় (লক্ষ টাকায়) (ক্রমপুঞ্জিভূত) : ১৫২.৯২ টাকা।

১৩। সম্পদঃ

ক) স্থাবর সম্পদ (লক্ষ টাকায়) : নাই।
খ) অস্থাবর সম্পদ (লক্ষ টাকায়) : ১৮.৫১ টাকা।

১৪। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে নীট লাভ (লক্ষ টাকায়) : ১.৯৮ টাকা।

১৫। বিগত ০৫ (পাঁচ) বছরের বিতরণকৃত লভ্যাংশ (লক্ষ টাকায়) : ৫.৭৫ টাকা।

১৬। সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য: সমবায় সমিতি সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠনে উৎসাহিত হয়ে দেশ ও জাতির উন্নয়ন করা।

১৭। সমিতির মাধ্যমে সদস্যগন বিভিন্নভাবে উপকৃত হচ্ছে।

১৮। সেবামুলক উন্নয়ন কার্যক্রম : সামাজিক উন্নয়ন, মসজিদে অনুদান, শিক্ষা কাজের জন্য অনুদান দিয়ে থাকি। এলাকার গরীব পরিবারের মেয়ের বিয়ের কাজে ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও সেবামুলক কাজে দান করে থাকে।

১৯। **বাণিজ্যিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের ধরণ, প্রকৃতি:** ক্ষুদ্র ঋণ, বিউটি পালার, মৎস্য প্রকল্প ও ব্যবসায়িক প্রকল্পের মাধ্যমে সমিতির উত্তোরত্তর লাভজনক পযায়ে উন্নীত হচ্ছে।

২০। **বিনিয়োজিত অর্থে নিজস্ব মূলধন ও ধারকৃত মূলধনের অনুপাত :** বিনিয়োগ কৃত অর্থের মূলধন ও ধারকৃত মূলধনে অনুপাত : ১:৪০।

২১। **আধুনিক উদ্ভাবনী প্রযুক্তি ব্যবহার/ রপ্তানী কার্যক্রমে অংশগ্রহণ :** আধুনিক উদ্ভাবনী প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পণ্য কিস্তি নিজস্ব তৈরীকৃত সফটওয়ারের মাধ্যমে সমিতির হিসাব পরিচালিত হচ্ছে এবং ইন্টানেটের মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করা হচ্ছে।

২২। প্রচার ও প্রকাশনা : সমিতির কর্ম এলাকায় বিনা মূল্যে চিকিৎসা সেবাদান যৌতুক বিরোধী, মাধক বিরোধী আন্দোলন এবং বিভিন্ন জাতীয় দিবস সম্পর্কে জনগনকে অবহিত করা হয়।

২৩। সামাজিক কার্যক্রমে আবদান : সমিতির কর্ম এলাকায় দারিদ্র বিমোচনসহ গরীব দূ:খীদের আর্থিক সাহায্য সহযোগিতা, পরিবেশ দুষণ রোধ, বাল্য বিবাহ রোধ, ধর্মীয় কাজে সহায়তা জঙ্গী সংগঠনগুলোর সম্পর্কে জনগনকে সচেতন করে সামাজিক কর্মকান্ডে অবদান রেখে আসছে।

অত্র সমবায় সমিতি সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠনে মনোভাব গড়ে তোলা ও পারস্পারিক সু-সম্পর্ক বজায় রেখে সমাজে শান্তিপূর্ন সহাবস্থান ও পরনির্ভরশীলতার বিপরীতে আত্মনির্ভরশীল হয়ে গড়ে উঠার কৌশল শিক্ষা দেয়। সমিতির নিজস্ব মূলধন হতে সদস্যদের ক্ষুদ্র ঋণ দাদন ও আদায়, গবাদি পশু পালন, হাঁস মুরগী প্রতিপালন, ক্ষুদ্র শিল্প-কারখানা স্থাপনে সহজ শর্তে ঋণ, জমি ক্রয়-বিক্রয় প্রশিক্ষন এবং দঃস্থদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করে সমিতি জাতীয় উন্নয়নে বিশেষ অবদান রেখে চলছে। এরই ধারবাহিকতায় জাতীয় সমবায় পুরষ্কার ২০১৯খ্রি. সনের জন্য উপজেলা হতে বাছাইয়ে প্রথম স্থান অর্জন করে জেলা হতে মনোনিত হয়ে বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, চট্টগ্রাম প্রেরণ করা হয়েছে।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে হিসাবাদি সাধারণ সদস্যদের মধ্যে সর্বদাই উন্মুক্ত রাখা হয় যাতে করে সদস্যগন সহজেই সমিতির আর্থিক অবস্থা জানতে পারে। সদস্যদের আর্থিক অংশগ্রহনের মাধ্যমে গনতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সচল রাখছে । সমিতির সদস্যগন সমবায় সমিতি আইন, বিধিমালা, উপ- আইন ও বিভাগীয় সার্কুলারসহ আদেশ নির্দেশ প্রতিপালন করে সকলেই উপকৃত হচ্ছে।

বরিশাল সংযুক্ত তাঁতী সমবায় সমিতি লিঃ

ভূমিকাঃ বরিশাল জেলাধীন উজিরপুর উপজেলার অবহেলিত তাঁতী সম্প্রদায়ের দৈন্যদশা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিগত ২০০৮ সনে বরিশাল জেলার প্রখ্যাত সমবায়ী ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব আব্দুর রাজ্জাক তালুকদার এর মহতি উদ্যোগে বরিশাল সংযুক্ত তাঁতী সমবায় সমিতি সংগঠন করা হয়। উজিরপুর উপজেলার অবহেলিত তাঁতী সম্প্রদায়ের সদস্যদের সমন্বয়ে এই সমিতির যাত্রা শুরু হয়। সমিতিটি বিগত ০৯/০৭/২০০৮ খ্রিঃ তারিখ জেলা সমবায় কার্যালয় থেকে উজিরপুর উপজেলা কর্ম এলাকা ব্যাপি নিবন্ধিত হয় যার রেজিঃ নং- ০৮৮ বিডি। সমিতির কর্মকান্ড দিনদিন বরিশাল বিভাগের মধ্যে ছড়িয়ে পরায় বরিশাল বিভাগের তাঁতী সম্প্রদায়গণ সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হতে আগ্রহ প্রকাশ করায় সমিতির কর্ম এলাকা প্রথমে বরিশাল জেলা ব্যাপি বৃদ্ধি করা হয় যার সংশোধিত নিবন্ধন নং- ১৮২ বিডি, তারিখঃ ০৮/০১/২০১২ খ্রিঃ।

পরবর্তীতে সমিতির কর্মকান্ড বরিশাল বিভাগের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করায় এর নিবন্ধন বরিশাল বিভাগ ব্যাপি করা হয় যার সংশোধিত নিবন্ধন নং-০০০১ ববি, তারিখঃ ৩০/০৬/২০১৫ খ্রিঃ। সমিতির মূল ঠিকানাঃগ্রামঃ পূর্বমুন্ডপাশা, পোঃ শিকারপুর, উপজেলাঃ উজিরপুর, জেলাঃ বরিশাল। সমিতির প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে অসহায় দরিদ্র তাঁতী জনগোষ্ঠির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শেয়ার ও সঞ্চয় দ্বারা পূঁজি গঠন করে তাদের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে বিতরণ করে আজ সমিতিটি বরিশাল বিভাগ তথা সারা বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ১২৪৮ জন।

সমিতির পূঁজি গঠন প্রক্রিয়াঃ সমিতির প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে অসহায় দরিদ্র তাঁতী জনগোষ্ঠির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শেয়ার ও সঞ্চয় দ্বারা পূজি গঠন করে তাদের মধ্যে ক্ষুদ্র ঋণ হিসেবে বিতরণ করে। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ১২৪৮ জন। মোট নিজস্ব মূলধনের পরিমাণ ৬৭,৪৯,৭৯৪/- টাকা এর মধ্যে সদস্যদের পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ ৩,৫৬,৯০০/- টাকা এবং সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ১২,০২,০২৪/- টাকা। এছাড়াও সমিতির তাঁত সূতা প্রকল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ ৫,৯৫,৪৩৫/- টাকা।

সমিতির বিনিয়োগ প্রক্রিয়াঃ সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালার আলোকে এবং সমিতির উপ-আইন ও সাধারণ সভার সিদ্ধান্ড় মোতাবেক ক্ষুদ্র তাঁত শিল্পের উৎপাদন, বিপণন ও বাজারজাত করণের জন্য ঋণ হিসেবে বিনিয়োগ করা হয়। এছাড়াও সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে সুতা ক্রয় করে গামছা উৎপাদনে বিনিয়োগ করা হয়।

উৎপাদনঃ সমিতির ঋণে তাঁতী সম্প্রদায় তাঁতের গামছা উৎপাদন করে বাজারজাত করেন এবং সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে গামছা উৎপাদন, বিপণন ও সারা বাংলাদেশে বাজারজাত করা হয়।

* কর্মসংস্থানঃ সমিতির অফিসে কর্মরত কর্মচারীর নাম ও পদবী:

ক্রঃ নং	নাম	পদবী
১.	জনাব মোঃ আঃ ছালাম বিশ্বাস	ম্যানেজার
২.	জনাব মোঃ বাদশা হোসেন	হিসাব রক্ষক
৩.	জনাব জুবাইদা নাসরিন	ফিল্ড সুপারভাইজার
৪.	জনাব মোঃ মজিবুর রহমান	ফিল্ড সুপারভাইজার
৫.	জনাব মোঃ হাসান মাহামুদ	ফিল্ড সুপারভাইজার
৬.	জনাব মোঃ চাঁন মিয়া	ফিল্ড সুপারভাইজার

দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমৃদ্ধি অর্জনে ভূমিকাঃ

সমিতির যাবতীয় আয় থেকে ব্যয় নির্বাহ করা হয়। বরিশাল বিভাগের দরিদ্র ও অসহায় তাঁতী সম্প্রদায়কে আর্থিক সহায়তা ও ঋণ প্রদান করা হয়। এছাড়াও নিম্নবর্ণিত জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখা হয়। যেমন:

- সমবায় অধিদপ্তরের ধার্যকৃত সরকারী রাজস্ব অডিট ফি যথা সময়ে পরিশোধ করা হয়।
- সমবায় অধিদপ্তরের ধার্যকৃত সরকারী রাজস্ব অডিট ফি'র ভ্যাট যথা সময়ে পরিশোধ করা হয়।
- সমবায় অধিদপ্তরের ধার্যকৃত সমবায় উন্নয়ন তহবিল যথা সময়ে পরিশোধ করা হয়।
- সমিতির কর্মচারীদের বেতন বোনাস যথা সময়ে পরিশোধ করা হয়।
- সমিতির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা হয়েছে।
- স্থানীয় পর্যায়ে মসজিদ, মন্দির ও ধর্মীয় কাজে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।
- জাতীয় দিবস সমূহ যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত পালন করা হয় এবং আর্থিক সহযোগীতা করা হয়।
- স্থানীয় গরীব মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিনামূল্যে বই ও শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদিঃ

সমিতির ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমঃ সমিতির সকল প্রকার কার্যক্রম সমবায় সমিতি আইন-২০০১(সংশোধিত-২০০২ ও ২০১৩) ও সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪ এবং সমিতির উপ-আইন অনুযায়ী সম্পাদিত হয়। সমিতির বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন ২২/১০/২০১৯ খ্রি: তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ব্যবস্থাপনা কমিটির আকার ০৯ (নয়) সদস্য বিশিষ্ট।

বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটি নিম্নরূপ:

ক্রঃ নং	নাম	পদবী
১.	জনাব আব্দুল খালেক বেপারী	সভাপতি
২.	জনাব মোঃ কুদ্দুস বিশ্বাস	সহ-সভাপতি
৩.	জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম সবুজ	সম্পাদক
৪.	জনাব আবদুল হাই বেপারী	সদস্য
৫.	জনাব মোঃ ফরিদ বিশ্বাস	সদস্য
৬.	জনাব আবদুল রাজ্জাক সিকদার	সদস্য
৭.	জনাব সেন্টু মিয়া	সদস্য
৮.	শূন্য	সদস্য
৯.	শূন্য	সদস্য

সমিতির অন্যান্য কার্যক্রমঃ দুর্ঘটনা জণিত ও অসুস্থ সদস্যদের এবং মৃত্যু জণিত কারণে অনুদান প্রদান করা হয়। এছাড়াও সমিতির অর্থায়নে এলাকায় বৃক্ষরোপন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় এবং বিভাগীয় বড় বড় শহরের বাজারগুলিতে ষ্টল রেখে উৎপাদিত পণ্য (গামছা) বিক্রি করা হয়। প্রতি বছর জাতীয় সমবায় দিবসে বঙ্গবন্ধু আর্ন্তজাতিক সম্মেলন কেন্দ্র ঢাকায় উৎপাদিত পণ্য (গামছা) প্রদর্শন করা হয়।

জনতা বহুমূখী সমবায় সমিতি লিঃ

জেলা- টাঙ্গাইল উপজেলাঃ টাঙ্গাইল সদর।

০১। রেজিঃ নং, তারিখ, ও ঠিকানা : রেজিঃ নং- ১৪৮১, তারিখ- ১৪/০৯/১৯৮৫খ্রিঃ
১ম সংশোধনী নং- ০৪, তারিখ- ১৭/০৬/১৯৯৯খ্রিঃ,
২য় সংশোধনী নং- ০৯, তারিখ- ৩১/০৫/২০০১খ্রিঃ,
৩য় সংশোধনী নং- ২৩, তারিখ- ১২/০৫/২০০৫খ্রিঃ,
৪র্থ সংশোধনী নং- ২৯, তারিখ- ২০/০৮/২০০৯খ্রিঃ।
ঠিকানা- গ্রাম- গালা, ডাকঘর- গালা, উপজেলা- টাঙ্গাইল সদর, জেলা- টাঙ্গাইল।
০২। নিজস্ব মূলধনের পরিমাণ (টাকা): ৬,৩৯,৮২,২০৮/- টাকা

৩। স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ (টাকা): স্থাবর সম্পাত্তি ১৪ শতাংশ জমি- ৫,৭৩,৮০০/- টাকা, অস্থাবর সম্পত্তি
আসবাবপত্র ও কলকব্জা- ২,৮৮,৪৩৫/- টাকা

০৪। শেয়ার, সঞ্চয় আমানত আদায় ও সংরক্ষিত তহবিলসহ অন্যান্য তহবিলের পরিমাণ/অবস্থা/ :

- শেয়ার- ৩৬৫২০৯০/-,
- সঞ্চয়- ৬৪৬৮৫২০০/-,
- সংরক্ষিত তহবিল- ৫,৭৩,৭৮১/-
- কু-ঋণ তহবিল- ১,৭৮,৪৮৮/-
- আপদকালীন সঞ্চিতি- ৩,৭৩,৮০৯/-
- শিক্ষা তহবিল- ৪৪,১৭৩/-
- কল্যান তহবিল- ২৭,৩৩,৩৫৩/-
- আর্থিক নিরাপত্তা তহবিল- ২৮,১৮,১৯৫/-

আইন-কানুন প্রতিপালন পরিস্থিতিঃ

০৫। সমবায় আইন, বিধিমালা, উপ-আইন, বিভাগীয় সার্কুলারসহ আদেশ-নির্দেশ প্রতিপালন/অনুসরণ সংক্রান্ত বিষয়: সমিতিটি সমবায় আইন, ২০০১ (সংশোধিত, ২০০২ ও ২০১৩), সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪, সমিতির উপ-আইন ও বিভাগীয় আদেশ নির্দেশ যথাযথ ভাবে প্রতিপালনসহ সমিতির সার্বিক কর্মকান্ড বাস্তবায়িত করে থাকে।

০৬। বার্ষিক/বিশেষ বাধারণ সভা এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বিষয়: সমবায় সমিতি আইনের ১৭(৩) ধারা অনুযায়ী প্রতিবছর বার্ষিক সাধারন সভা ও প্রতি মাসে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। অত্র সমিতিতে প্রতি ১০০ জন সদস্যের মধ্যে ১জন সদস্য (প্রতিনিধি সদস্যের মাধ্যমে) বার্ষিক সাধারন সভা অনুষ্ঠিতি হয়ে থাকে। সমিতিতে সর্বশেষ ২৪/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখে ২৮ জন প্রতিনিধির মধ্যে ২৪ জন কোরাম সংখ্যক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে বার্ষিক সাধারন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

০৭। নির্বাচন যথা সময়ে হয়েছে কিনা: সমিতির নির্বাচন যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সমিতিতে সর্বশেষ ০৩/০৩/২০১৮খ্রিঃ তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটির মেয়াদ আগামী- ০২/০৩/২০২১খ্রিঃ পর্যন্ত বলবৎ আছে।

০৮। অভ্যান্তরীন ও বার্ষিক অডিট সম্পাদনের অবস্থা: প্রতি বছর আভ্যন্তরিন ও বার্ষিক অডিট সম্পাদিত হয়ে থাকে।

০৯। কোন তদন্তের প্রয়োজন হয়েছে কিনা, হয়ে থাকলে তার ফলাফল: অত্র সমিতির বিরুদ্ধে কোন তদন্তের প্রয়োজন হয় নি।

উন্নয়ন/সম্প্রসারণ কাযর্ক্রম:

উন্নয়ন কর্মকান্ডের অংশগ্রহণ:

সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কৃষি পন্য উৎপাদন, গবাদী পশু পালন ও মোটাতাজাকরন, পুকুর সংস্কার ও মৎস্য চাষকরনসহ বনায়ন কর্মসুচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করে থাকে। প্রদত্ত ঋনের টাকা নিয়মিত আদায় হয়ে থাকে। কোন কিস্তি খেলাপী নেই। তাছাড়া সমিতিতে জনতা এন্টারপ্রাইজ ও জনতা ডিস এন্টেনা নামক দুটি উন্নয়ন প্রকল্প রয়েছে।

সেবামূলক উন্নয়ন কাযর্ক্রম:

সমিতির সদস্যদের সন্তানদের মেধার ভিত্তিতে শিক্ষা বৃত্তি, চিকিৎসা সাহায্য, বিভিন্ন ধর্মীয় ও জাতীয় দিবস ও স্যানিটেশন কাযর্ক্রমে অংশ গ্রহনের জন্য উদ্বুদ্ধ করনসহ সহযোগিতা প্রদান করা হয়ে থাকে।

বানিজ্যিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের ধরণ:

অত্র সমিতির নামে গালা ও হিরাকোটা মৌজায় মোট- ৫,৭৩,৮০০/- টাকার মূল্যে মোট ১৪ শতাংশ জমি রয়েছে। জমি ক্রয়ের মাধ্যমে আবাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রকল্পটি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পটি একটি লাভ জনক প্রকল্প।

আধুনিক উদ্ভাবনী প্রযুক্তি ব্যবহার/রপ্তানী কাযর্ক্রমে অংশগ্রহণ: আধুনিক উদ্ভাবনী প্রযুক্তি ব্যবহারে সমিতি সদস্যদের বিশেষ ভাবে উদ্বুদ্ধ করে থাকে।

কর্মসংস্থান/স্ব-কর্মসংস্থান:

সমিতিতে মোট- ০৮ জন কর্মচারী রয়েছে। সমিতির কর্মচারীদের চাকুরীর নিশ্চয়তা ও সুবিধা প্রদানের জন্য কর্মচারী চাকুরীবিধি প্রনয়ন করা আছে: সমিতিতে মোট- ০৮ জন কর্মচারী রয়েছে। সমিতির কর্মচারীদের চাকুরীর নিশ্চয়তা ও সুবিধা প্রদানের জন্য কর্মচারী চাকুরীবিধি প্রনয়ন করা আছে।

কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ:

সমিতির আবাসন প্রকল্প টি বাস্তবায়িতন হলে কর্ম সংস্থানের সৃষ্টি হবে।

অন্যান্য কর্মকান্ড:

- সদস্যগন সমিতি হতে ঋণ গ্রহন করে মহাজনী ঋণের চড়া সুদ হতে মুক্তি পেয়েছে। সদস্যগন সমিতি হতে ঋণ গ্রহন করে বিভিন্ন ধরনের পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাত করে দেশ ও জাতির কল্যানকর কাজে অগ্রনী ভুমিকা পালন করছে।
- সমবায় আন্দোলনকে বেগবান ও গতিশীল করার লক্ষ্যে সমবায় বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন কাযর্ক্রমে সমিতি স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে অংশ গ্রহন করে থাকে। সমিতির সফলতায় সমবায়ের প্রতি সদস্যদের আগ্রহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- সমিতির উন্নয়ন কর্মকান্ডের সফলতা প্রচার প্রসংগে স্থানীয় ও সমবায় পত্রিকায় একাধিকবার সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।
- সমিতি বিভিন্ন প্রকার সাহায্য প্রদান, কন্যাদায়গ্রস্থ পিতাকে আর্থিক সাহায্য, শিক্ষা বৃত্তি প্রদানসহ অন্যান্য সামাজিক কর্মকান্ডে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহন করে থাকে।

কৃষিপণ্য উৎপাদনমূখী সমবায় সমিতি লিঃ

খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার উপকণ্ঠে ছায়াঘেরা মায়াভরা একটি গ্রাম যার নাম মল্লিকপুর। দেশের আর দশটি গ্রামের মতো এখানকার মানুষের আর্থিক সংগতি ও জীবিকার ধরণ একই রকম। সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর আদর্শকে সফলভাবে ধারণ করে এই গ্রামের কয়েকজন কৃষক ও যুবকের প্রচেষ্টায় ২০১৬ সালে আলোর সন্ধানে কৃষিপণ্য উৎপাদনমূখী সমবায় সমিতি লিঃ (রেজি নং-২৪/কে তারিখঃ ২০১৬) মূলে নিবন্ধিত এবং প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ৪৩ জন। সমিতির সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও কৃষকের উৎপাদিত পণ্য সহজে বাজারজাতকরণের পাশাপাশি গ্রামের সার্বিক উন্নয়ন করার মানসে সমিতি গঠিত হয়।

সমিতির পরিশোধিত শেয়ার মূলধন ১,১৭,৩০০/- টাকা, সঞ্চয় আমানতের পরিমাণ ৬,৬৩,০০০/-টাকা এবং সমিতির অন্যান্য মূলধন ৪৬,১৪৭/- টাকা। সমিতির বর্তমানে মোট কার্যকরী মূলধন ৮,২৬,৪৪৭/-টাকা। সমিতির সদস্যদের মধ্যে মিতব্যয়ী, সঞ্চয়ী মনোভাব বৃদ্ধি, পরস্পরের সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টি, পারস্পারিক সহযোগিতা ও বিশ্বাস স্থাপন, নিজেকে আত্ম-নির্ভরশীল করে গড়ে তোলা, উৎপাদনমূলক কার্যক্রম গ্রহণ, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, লাভজনক বিনিয়োগ, সদস্যদের মধ্যে ঋণ দাদনের জন্য তহবিল সৃষ্টি এবং সার্বজনীনভাবে সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে আলোর সন্ধানে কৃষিপণ্য উৎপাদনমূখী সমবায় সমিতি লিঃ এর ব্যবস্থাপনা কমিটি নিরলসভাবে ও গতিশীলতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

কর্মসংস্থানঃ সমিতিতে বর্তমানে স্থায়ী কর্মচারীর সংখ্যা ০২ জন। এছাড়াও বিভিন্ন প্রকল্পে প্রায় ৩ জন লোকের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

সম্পদ ও সম্পত্তি: সমিতির নিজস্ব জায়গায় মল্লিকপুর বাজারে আধা-পাকা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। উক্ত ভবন সংলগ্ন একটি স্কুল পরিচালিত হচ্ছে।

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

- সমিতির মাধ্যমে গ্রামের যাবতীয় সম্পদের ব্যবহার এবং তা কাজে লাগিয়ে প্রতিটি পরিবারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ সুগম করা;
- সমিতির যৌথসম্পদকে সঠিক প্রকল্পে বিনিয়োগের মাধ্যমে ধনী, দরিদ্রের ব্যবধান কমিয়ে আনা এবং একটি সুশৃঙ্খল সমাজ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- সদস্যদেরকে ঋণ দাদন করার জন্য মূলধন গঠন করা;
- সভ্যগণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- সদস্যদের দারিদ্র বিমোচন ও স্থানীয় জনসাধারণের কর্মসংস্থানের জন্য স্থানীয়ভাবে যে কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা। সমিতির আর্থিক অবস্থা ও সার্বিক বিবেচনায় সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে বলা যায়।

প্রকল্পঃ বর্তমানে সমিতিতে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পগুলো হলোঃ

- **ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য বিক্রয় প্রকল্প:** সমিতি গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আধুনিক ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য সামগ্রী মানুষের দোর-গোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে এই প্রকল্প চালু করেছে। এই প্রকল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ ৬,৩০,০০০/- টাকা।

- **ইট, বালি ও সিমেন্ট বিক্রয় প্রকল্প:** সমিতির নিজস্ব অর্থায়নে ইট-বালি ও সিমেন্ট বিক্রয় প্রকল্প চালু করেছে। এ প্রকল্প থেকে সমিতির সদস্যগণ ক্রয়ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম সুবিধা পেয়ে থাকে। এই প্রকল্পে বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ ১,৪০,০০০/- টাকা। এই প্রকল্পটি লাভজনক এবং অধিক সুবিধার কারণে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে।
- **ঋণ প্রকল্পঃ** সদস্যদের মধ্যে মিতব্যয়ী, সঞ্চয়ী মনোভাব বৃদ্ধি এবং সদস্যদের মধ্যে ঋণ দাদনের জন্য তহবিল সৃষ্টি।

সামাজিক কর্মকান্ডঃ

- **দুস্থ সদস্যদের আর্থিক সহযোগিতা প্রদানঃ**
- **শিক্ষা উপকরণ প্রদানঃ**
- **বাল্যবিবাহ ও যৌতুক প্রতিরোধঃ**
- **শীতবস্ত্র ও ত্রাণসামগ্রী বিতরণঃ**

পরিশেষে বলা যায়, এ সমিতির সাফল্যে উজ্জীবিত হয়ে তেরখাদা উপজেলায় অনেক সংখ্যক স্ব-উদ্যোগী ও আত্মনির্ভরশীল সফল সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এবং এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। এখন আলোর সন্ধানে কৃষিপণ্য উৎপাদনমূখী সমবায় সমিতি লিঃ অন্য সমবায় প্রতিষ্ঠানের কাছে অনুসরণীয়, অনুকরণীয় হয়ে খুলনা জেলায় তথা সারা বাংলাদেশের উন্নয়নে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।